

સૂરા તાહા-૨૦

(હિજરતેર પૂર્વે અવતીર્ણ)

અવતીર્ણ હૃત્યાર તારિખ ઓ પ્રસંગ

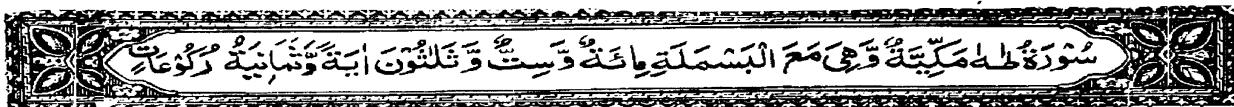
એહી સૂરાટિ નવુઓયતેર ખુબાં ગોડાર દિકે મકાતે અવતીર્ણ હયેછિલ . હ્યરત આબદુલ્લાહ બિન માસઉદ (રાઃ), યિનિ હ્યરત મુહામ્મદ (સાઃ) એર પ્રથમ દિકકાર સાહાબાદેર અન્યતમ, તિનિ એહી અભિમત બ્યક્ત કરેલેન . પૂર્વેબતી સૂરાની વિષયબસ્તુતે ખૃષ્ટાન ધર્મ સંક્રાન્ત યેસબ મતવાદ નિયે આલોચના કરા હયેછે તાર ધારાબાહિકતા આલોચના સૂરાતે બર્તમાન . ખૃષ્ટીય મતવાદેર એકટિ મોલિક બિશ્વાસ હલો, ધર્મીય બિધાન વા શરીયત એકટિ અભિશાપ . ખૃષ્ટાનદેર એહી ભ્રાન્ત બિશ્વાસકે પ્રત્યાખ્યાનસૂચક એક જોરાલો બક્ત્વ્ય દારા બર્તમાન સૂરાટિ શુરુ હયેછે . એતે બલા હયેછે, શરીયત અભિશાપ તો નયાં, બરં એક અપાર ઐશી અનુગ્રહ ઓ કલ્યાણ . એટા માનુષેર ઉપરે કોન બોવા વા કષ્ટદાયક કિછું નય, બરં એર ઉદ્દેશ્ય માનુષેર દુઃખ પ્રશ્નમિત કરા ઓ તાકે આધ્યાત્મિક પ્રશ્નાંતિ પ્રદાન કરા . બસ્તુત પવિત્ર કુરાનેર એટા એકટિ પ્રધાન ઉદ્દેશ્ય ઓ બટે યા યથાર્થભાવે એર માધ્યમે પૂર્ણતા લાભ કરેલે . ઇસલામેર નવીકે તાઇ એહી સુસંબાદ દારા સાંસ્કૃતા દેયા હયેછે, આલ્લાહ તાઆલા માનુષેર બોવા લાઘવ કરાર જન્યાં પવિત્ર કુરાન અવતીર્ણ કરેલેન, તાર અસુબિધા બાડાનોર જન્ય નય . એટા માનુષેર સકલ બડું બડું પ્રયોજન મિટાતે સક્ષમ .

વિષયબસ્તુ

સૂરાટિટે ખૃષ્ટાનદેર ઉદ્દેશ્ય આરો બલા હયેછે, પવિત્ર કુરાને અન્તર્ભુક્ત સત્યકે સઠિકભાવે અનુધાબન કરાર જન્ય તાદેર ઉચિત સેઇ અબસ્થા ઓ ઘટનાર પ્રતિ મનોનિબેશ કરા, યે અબસ્થાર મધ્ય દિયે હ્યરત મૂસા (આઃ) અતિક્રમ કરેલેન . બસ્તુત આધ્યાત્મિકતાર દિક થેકે યથન હ્યરત મૂસા (આઃ) એર શિક્ષા ઓ અન્યાન્ય ગુણાલી પરિપૂર્ણતા લાભ કરલો એવં એકજન નવીર મહાન દાયિત્વાલી સંપન્મ કરાર યોગ્યતાર માપકાઠિટે તિનિ યથન ઉપયુક્ત બિબેચિત હલેન તથનિ હ્યરત મૂસા (આઃ)કે ફેરાઉનેર નિકટ યાઓયાર ઓ ઐશીબાળી પ્રચારેર નિર્દેશ દેયા હયેછિલ . ફેરાઉન આલ્લાહર બાળીકે ગ્રહણ કરતે રાજિ હલો ના, બરં હ્યરત મૂસા (આઃ) એર પ્રતિ સે ખુબાં ઉદ્દૃત બ્યવહાર કરલો એવં તાકે હત્યા કરાર પ્રચેષ્ટા ચાલાલો . ફલે આલ્લાહ તાઆલા મૂસા (આઃ)કે નિર્દેશ દેલેન યેન તિનિ બની ઇસરાઈલકે નિયે મિશર થેકે કેનાનેર પથે બેર હયે પડેન . ફેરાઉન તા જાનતે પેરે તાર શક્તિશાલી સૈન્યબાહીમીસહ હ્યરત મૂસા(સાઃ) એર પશ્ચાન્દાબન કરલો . કિન્તુ ઐશી આયાબેર શિકાર હયે સે બની ઇસરાઈલેર ચોથેર સામનેને સાગરે નિમાજીત હલો . અતઃપર મૂસા (આઃ) તૂર પર્વતે આરોહણ કરલેન યેથાને તાંત્ર નિકટ બિધાન અવતીર્ણ હલો . સૂરાટિટે એરપર એકટિ સૂક્ષ્મ વિષયેર અવતારણા કરે ખૃષ્ટાનદેરકે તિરન્ધાર કરા હયેછે . તાદેરકે બલા હયેછે, હ્યરત દિસા (સાઃ) એર પૂર્વે બની ઇસરાઈલીર તાદેર બિધાન મતે આલ્લાહર અસ્તિત્વે બિશ્વાસી છિલ એવં તૃત્પરબતી શરીયત અર્થાં કુરાનેર શિક્ષાતે આલ્લાહર એકત્ત એવં બિધાન વા શરીયતેર પ્રયોજનીયતા સંપર્કે અત્યાર ગુરુત્વ સહકારે ઘોષણા રયેલે . તથાપિ એટા કિ કરે સંભબ, અત્યાર નૃદૂ ઓ સ્પષ્ટભાવે મોષિત એહી દુટી એકત્રબાદી બિશ્વાસેર મધ્યબતી સ્થાને ખૃષ્ટાનદેર તથાકથિત ત્રિભૂતાં ઓ 'બિધાન માત્રાં અભિશાપ' જાતીય બિપરીતમૂલી ધારણાર પ્રબર્તન હતે પારે ? તારપર ખૃષ્ટાનજાતિર ઉદ્દેશ્ય પુનરાય બલા હયેછે, તાદેર પાપ ઓ અન્યાં આચરણેર પ્રતિફળ હિસાબે તારા એક ઐશી-શાસ્ત્રિર સમુખીન હબે, યા તાદેર જાગતિક ઉન્નતિ ઉપભોગેર એક હાજાર બંસર પરે સંઘટિત હબે એવં પ્રતીચ્યેર ખૃષ્ટીય જાતિસમૂહ એહી ભયાબહ આયાબેર શિકાર હબે . યેમન બલા હયેછે, "ଓરા તોમાકે પર્વતસમૂહ સંપર્કે જિજાસા કરે . બલ, આમાર પ્રતિપાલક ઓદેરકે સમૂલે ઉંપાટિત કરે બિન્ફિશ કરે દિબેન" (આયાત ૧૦૬૦૧૦૭) . એસ્ટલે પર્વતસમૂહ દારા પર્વતેર મત સુટુંચ ઓ શક્તિધર પશ્ચિમેર ખૃષ્ટાન જાતિસમૂહકે બુદ્ધાનો હયેછે . તારપર યે બિષયબસ્તુ નિયે સૂરાટિ શુરુ હયેછિલ સેઇ પ્રસ્નેર પુનરાબૃત્તિ કરા હયેછે . યેમન, પવિત્ર કુરાન યેહેતુ આરબદેર જાતીય ભાષા આરબીતે અવતીર્ણ હયેછે, તાઇ એર બાળી ઓ તાંપર્યકે સહજે ઉપલબ્ધ કરા તાદેર પંક્ષે સંભબ હયેછિલ . તદ્દુપરિ ખૃષ્ટીય ધર્મઘસ્તેર મત એતે રંગક ઓ ઉપમાર આડાલો આસલ બિષયબસ્તુકે પ્રચ્છન્ન કરે પેશ કરા હય ના . પક્ષાન્તરે બિષયબસ્તુર અસ્પષ્ટતાર પરિવર્તે એર શિક્ષા સહજ ઓ બોધગમય ભાષાય પરિવેશિત હયેછે . અતઃપર બિધાન વા શરીયતેર પ્રયોજનીયતા સંપર્કે પુનરાય અત્યાર શક્તિશાલી ઓ જોરાલો યુક્તિર અવતારણ કરે દેખાનો હયેછે યે બિધાન કોન અભિશાપ નય, બરં તા એકટિ મહાન ઐશી અનુગ્રહ . એરપર 'જાળાત' થેકે આદમેર (આઃ) બહિસ્ત હૃત્યાર ઘટના ઉલ્લંખ કરા હયેછે . બસ્તુત એહી ઘટનાર કાઠામોકે કેન્દ્ર કરેલે ખૃષ્ટીય પ્રાયક્ષિતબાદકે દાંડું કરાનો હયેછે . અથચ આસલ બિષય બુઝતે ખૃષ્ટાનરા હય ભુલ કરેલે નયતો ઉદ્દેશ્ય

প্রণেদিতভাবে তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং ভুল বর্ণনা দিয়েছে। আসল কথা, এক নির্দিষ্ট ঐশ্বী পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়রত আদম (আঃ) এর জন্ম সংঘটিত হয়েছিল এবং ঐশ্বী পরিকল্পনার লক্ষ্য কখনো ব্যর্থ হয় না। বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী দেখা যায়, “ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে (অর্থাৎ আদমকে) সৃষ্টি করিলেন” (আদিপুস্তক-১:২৭) এবং পরবর্তীতে এই আদমই বিবি হাওয়া কর্তৃক প্রতারিত হয়ে পাপ কাজ করে ফেললেন। পবিত্র কুরআন এই প্রসঙ্গের বর্ণনায় যথার্থ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে।

বলা হয়েছে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী ও প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি আদম (আঃ) এর পক্ষে এই ধরনের পক্ষিলতায় নিপত্তি হওয়া বে-মানান। বরং এটা ছিল হয়রত আদমের (আঃ) এর একটি অনিচ্ছাকৃত বিচ্ছুতি যেমন বলা হয়েছে—আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল এবং এই ব্যাপারে তার মধ্যে কোন অবাধ্যতার সংকল্প ছিল না (আয়াত -১১৬)। পরিশেষে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক সূরাটিতে বলা হয়েছে, তাদের নিজস্ব কল্পনা বা অভিসন্ধি মোতাবেক কখনই কোন নির্দেশন বা মুঁজিয়া তাদেরকে দেখানো হবে না। তবে অনেক সুম্পষ্ট ঐশ্বী নির্দেশন যার বর্ণনা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে তা অবশ্যই তাদেরকে দেখানো হবে। এইসব সুম্পষ্ট প্রমাণাদির পরেও যদি তারা ঐশ্বীবাণীকে অস্বীকার করতে থাকে তাহলে সত্য-প্রত্যাখ্যানজনিত কারণে পূর্ববর্তী রসূলদের অস্বীকারকারীদের মত তাদেরকেও ঐশ্বী শাস্তি ভোগ করতে হবে।



সূরা তাহা-২০

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ১৩৬ আয়াত এবং ৮ রংকু

১। ﴿আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তাহা অর্থাৎ তাইয়েবুন হাদীউন। হে পবিত্র (রসূল), পূর্ণ হেদায়াতদাতা ১৮০৭।

طه ٦

৩। আমরা তোমার প্রতি কুরআন এ জন্য অবতীর্ণ করিনি যাতে তুমি কষ্টে পড় ১৮০৮।

مَا آتَنَاكَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لِتَشْفَعُ ②

৪। (এ তো) কেবল সেই ব্যক্তির জন্য ৷-উপদেশ, যে (আল্লাহকে) ভয় করে।

إِلَّا تَذَكَّرَةً لِمَن يَخْشِيُ ③

৫। (এর) অবতরণ তাঁরই পক্ষ থেকে, যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন।

تَبْرِيزِيَّا مِنْ خَلْقِ الْأَزْصَادِ السَّمَوَاتِ
الْعُلُ ④

৬। (তিনি) ۗ-রহমান, যিনি আরশে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত ১৮০৯।

أَلَّرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ⑤

৭। ۷-আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই রয়েছে এবং এ দুয়ের মাঝে যা রয়েছে এবং ভিজা মাটির গভীরে যা রয়েছে (সব) তাঁরই।

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَّا ⑥

দেখুন : ক. ১৪১ খ. ৭৩৪২০, ৭৪৪৫৫, ৭৬৪৩০, ৮০৪১২ গ. ৭৪৫৫, ১০৪৪ ঘ. ২৪২৮৫, ৩৪১৩০, ৫৪১৯

১৮০৭। 'ত' এবং 'হা' এই দুয়ের সংযোজন 'তা হা'। এটি আরবের 'আক' গোত্রের আঞ্চলিক বচন, এর অর্থ 'হে আমার প্রিয়' অথবা 'হে কামেল বা পূর্ণ মানব'। কাশ্শাফ প্রণেতা এর অর্থ করেছেন, 'হে তুমি'। কারো কারো মতে এর অর্থ, 'তুমি শান্তিপ্রাপ্ত হও' (বাযান এবং লিসান)। উক্ত বচন এই বাস্তব বিশয়ের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে, পবিত্র নবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা): পরিপূর্ণরূপে সকল মৌলিক, মানসিক শক্তি, বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রগত সহজাত গুণাবলী দ্বারা ভূষিত ছিলেন, যা একজন মানুষের পরিপূর্ণ নৈতিক গুণের উচ্চ অবয়ব গঠনে অবদান রাখে। আঁ হ্যরত (সা:) নিসদেহে একজন পূর্ণ বা কামেল মানব ছিলেন, প্রকৃত অর্থে মানুষের এক পূর্ণ নমুনা ছিলেন। টীকা ২৩৪৩ ও ৩০৯১ তে বিস্তারিত দেখুন।

১৮০৮। আয়াতটি নবী করীম (সা:) এর জন্য এবং মুসলমানদের জন্য সামুন্না ও আশার বাণী বহন করে। পবিত্র এই কুরআনের নির্ভুল এবং পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার সাথে এটা বেমানান যে এর প্রবর্তক তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হতে পারেন। অর্থাৎ নবী করীম (সা:) এর প্রচারকার্য অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। এই আয়াত দ্রুশীয় এই মতবাদেরও খন্দন করেছে যে বিধান বা শরীয়ত এক অভিশাপ। কুরআনে এমন কিছুই নাই যা মানব-প্রকৃতির প্রতিকূল এবং যার অনুশীলন মানুষকে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত করে।

১৮০৯। সংক্ষেপে 'আল্লাহর আরশ' দ্বারা আল্লাহ তাআলার অতিক্রান্ত (Transcendental) গুণকে বুঝায়, অর্থাৎ এসব গুণ যা পরিভাষাগতভাবে 'সিফতে তান্যিহীয়াহ' নামে পরিচিত। এগুলো চিরস্তন, অতুলনীয় এবং আল্লাহ তাআলার অনন্য গুণ, যা তাঁর ঐসকল গুণের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়ে থাকে যেগুলো 'সিফতে তাশবিহীয়াহ' নামে অভিহিত, অর্থাৎ ঐসব গুণ মানুষের মধ্যেও কম বেশী পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমোক্ত সিফত অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার অতিক্রান্ত গুণসমূহ 'আল্লাহর আরশ' বা খোদার আসনরূপে অভিহিত এবং শেষোক্ত গুণাবলী হলো তাঁর আরশ বহনকারী। টীকা ১৮৬ ও ১২৩৩ দ্রষ্টব্য।

৮। ক'আর তুমি যদি উঁচু স্বরে কথা বল (এতে কিছু আসে যায় না)। কেননা নিশ্চয় তিনি গোপন ও অতি গোপন (বিষয়ও) জানেন^{১৮১০}।

৯। আল্লাহ। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। সব সুন্দর খনাম তাঁরই^{১৮১১}।

১০। গ'আর তোমার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে^{১৮১২}?

وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقُوَّلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ
السِّرَّ وَأَخْفِي^①

اَللّٰهُ اَكْرَمُ الْاَنْوَارِ هُوَ لَهُ اَحَدٌ سَمَاءُ
الْحُشْنِي^①

بِ

وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى^①

দেখুন : ক. ২৪৭৮, ৬৪৪, ১১৫৬, ৬৭৪১৪ খ. ৭৪১৮১, ৫৯৪২৫ গ. ১৯৪৫২, ৭৯৪১৬

১৮১০। ‘সির্রুন’ (গোপন চিন্তা) দ্বারা মানুষের মনে লুকায়িত গোপন চিন্তা বুঝায় যা কেবলমাত্র সে একাই জানে এবং ‘আখফা’ (অধিকতর লুকায়িত বা গোপন) শব্দ মানুষের সকল আদর্শ চিন্তা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা বুঝায় যা ভবিষ্যতের গতে লুকায়িত থাকে এবং কখনো তার মনে উদয় হয়নি।

১৮১১। তফসীরাদীন আয়াত উপরোক্ত তিনি আয়াতে উল্লেখিত কুরআনের বিশ্যকর ঐশীবাণীর কেন্দ্রীভূত বিশুদ্ধ সারাংশ বহন করে। সত্য এটাই, খোদা অঙ্গীকৃত বান। তিনি এক এবং অধিত্বান। তিনি সকল পূর্ণাঙ্গ গুণের অধিকারী এবং কল্পনাসাধ্য সর্বপ্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত। সেইজন্যই একমাত্র তিনিই আমাদের ভক্তি-শুদ্ধা ও ইবাদতের অধিকারী বা তা কেবল তাঁরই প্রাপ্ত্য।

১৮১২। ইতিহাসের সর্বপ্রকার স্বীকৃত নিয়মনীতির বিপরীতে ফ্রয়েড (Freud) তার ‘মূসা এবং একেশ্বরবাদ’ (Moses and Monotheism) গ্রন্থে এক সম্পূর্ণ অভিনব মতের অপ্রস্তুত আভাস দিয়েছেন এবং তা হলো হ্যরত মূসা (আঃ) ইসরাইলী ছিলেন না, তিনি ইহুদী বংশীয় ছিলেন না এবং ইসরাইলীরা কখনো মিশরে বসবাস করেনি। ফ্রয়েড তার এই অন্তর্ভুক্ত দাবীর সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করেছেনঃ (১) ‘মূসা’ এক মিশরীয় নাম, (২) আল্লাহ তাআলার তোহীদ [একত্ববাদ] এর ধারণা মূলত মিশর দেশীয়, প্রাচীন মিশরীয় রাজা ইখনাতেন (বা আখেনাতেন) কর্তৃক প্রথমে তা কল্পিত এবং গৃহীত হয়েছিল, (৩) মূসা নিজে মিশরীয় ছিলেন বিধায় তিনি তা মিশরবাসীদের নিকট থেকে অনুকরণ করেছিলেন এবং ইসরাইলীদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। যেহেতু মূসা মিশরীয় ছিলেন, সেহেতু তিনি হিব্রু ভাষায় নিজেকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করতে পারতেন না।

এই সকল যুক্তি বাস্তব ঘটনাভিত্তিক নয়। ‘মূসা’ নিশ্চিতরূপে একটি হিব্রু শব্দ। এটি আরবী এবং হীব্রু উভয় ভাষা থেকে নির্গত। কিন্তু আদৌ যদি মূসা নামটি মিশরীয় হয়ে থাকে, তথাপি এটা প্রতিপন্ন হয় না যে মূসা মানুষটি মিশরীয় ছিলেন। যেহেতু ইসরাইলীরা মিশরে ফেরাউনের শাসনাদীন জাতি ছিল সেই কারণে মিশরীয় নাম অবলম্বন করা তাদের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত ছিল। অধীনস্থ জাতির লোকেরা তাদের শাসকদের নাম এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন এবং প্রথা ইত্যাদি অনুকরণ করে গৌরব অনুভব করে থাকে। একেশ্বরবাদ ধারণার আদি উৎস মিশর, প্রাচীন মিশরীয় রাজা আখেনাতেন কর্তৃক তা প্রথম কল্পিত ও গৃহীত এবং তার দ্বারা ইসরাইলীদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। এই যুক্তিও সমভাবে ভাস্তু। কোন বিশেষ কল্পিত বিষয়বস্তু কোন জাতির একচেটিয়া বলে মনে করা অযোক্তিক। বিচ্ছিন্ন লোক বা জনগোষ্ঠী একে অন্যের নিকট থেকে গ্রহণ না করে স্বাধীনভাবে অভিন্ন ধারণা বা কল্পনা করতে পারে। কিন্তু এমনকি যদি ধরে নেয়া হয়, আল্লাহ তাআলার তোহীদের মতবাদ মূলত মিশরীয় তাহলেও মূসা (আঃ) মিশরের অধিবাসী ছিলেন, এই অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয় না। একজন আমেরিকান বা এক জার্মান যদি কোন ধারণা বা বিশ্বাস একজন ইংরেজ থেকে নিতে পারে তাহলে একজন ইহুদী কেন একজন মিশরবাসীর নিকট থেকে কোন ধ্যানধারণা গ্রহণ করতে পারে না? সত্য কথা হলো, আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ধারণা মিশর বা সিরিয়াবাসীদের দ্বারা কল্পিত নয়, না অন্য কোন জাতির লোকেরা তা কল্পনা করেছিল। এর উৎস আল্লাহ তাআলার বাণী বা ওহী-ইলহাম। হ্যরত মূসা (আঃ) হিব্রুভাষায় আন্তে আন্তে কথা বলতেন। পক্ষান্তরে কুরআন এবং বাইবেল দ্বারা সমর্থিত সম্পূর্ণ ঘটনা হলো, ফেরাউনের নিকট গিয়ে তাঁর মিশন প্রচারের জন্য যখন আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন তখন মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট কাতর নিবেদন করেছিলেন এই কারণে যে জিহ্বার জড়তা হেতু তিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম ছিলেন। তর্কের খাতিরে এটাই যদি যুক্তি হয় যে মূসা (আঃ) ফেরাউনের ভাষায় অর্থাৎ মিশর দেশের ভাষায় স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারতেন না তাহলে এতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, হ্যরত মূসা (আঃ) মিশরীয় ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে আরবী এবং হীব্রু ভাষার দলীল-প্রমাণের সাথে ইহুদীজাতির ঐতিহাসিক এবং বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যের দলীল-প্রমাণ মিলিতভাবে কুরআন এবং বাইবেলে বর্ণিত মূসা (আঃ) এর সম্পর্কে ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সব কিছু এই যুক্তিকে সত্য বলে সমর্থন করে ও প্রমাণ করে, হ্যরত মূসা (আঃ) মিশর দেশীয় ছিলেন না এবং তাঁর নাম মূলত মিশরীয় ছিল না (দি লারজার এডিশন অব দি কেন্টারী ১৬২১-১৬২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১১। ^শসে যখন আগুন দেখলো তখন সে তার পরিবার পরিজনকে বললো, ‘তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমি আগুন (এর মত একটা কিছু) দেখেছি। আশা করি আমি এ থেকে তোমাদের জন্য কোন অঙ্গার আনতে পারবো, অথবা এ আগুনের কাছে আমি কোন দিকনির্দেশনা পাব।^{১৮১৩}

★ ১২। ^শসে যখন এর কাছে এল তখন তাকে আহ্বান করে বলা হলো, ‘হে মূসা!

১৩। নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তুমি তোমার জুতো জোড়া খুলে রাখ।^{১৮১৪} । ^গনিশ্চয় তুমি তুওয়ার পরিত্র উপত্যকায় আছ।*

১৪। ^ষআর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা (তোমার প্রতি) ওহী করা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুন।

১৫। ^ঙনিশ্চয় আমি-ই আল্লাহ। আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম কর।

★ ১৬। প্রতিশ্রূত মুহূর্ত ^চনিশ্চয় আসবে। আমি শীঘ্ৰই তা প্রকাশ করবো।^{১৮১৫} যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চেষ্টানুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়।

দেখুন : ক. ২৭৪৮, ২৮৪৩০ খ. ২৭৪৯, ২৮৪৩১, ৭৯৪১৭ গ. ২০৪১৩, ২৮৪৩১, ৭৯৪১৭ ঘ. ২০৪৪২ ঙ. ২৭৪১০, ২৮৪৩১ চ. ৫৪৮৬, ৪০৪৬০

১৮১৩। এই আয়াত হয়রত মূসা (আঃ) এর কাশ্ফ বা দিব্যদৃষ্টির প্রতি ইশারা করছে। কাশফ দু'প্রকারঃ (ক) এক প্রকার কেবল নং সম্পর্কিত কাশ্ফ যা সেই নবীই দেখে থাকেন। এরূপ দিব্যদৃষ্টিতে ঐশী নির্দেশন প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নবীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাবে (খ) দ্বিতীয় প্রকার কাশ্ফ যার মধ্যে ঐশী নির্দেশনের প্রকাশ নবীর জাতির লোকদের নিকটও সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। মূসা (আঃ) বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর দৃষ্ট বিষয় যদি দ্বিতীয় প্রকারের হয়ে থাকে তাহলে তাঁর জাতির জন্য নতুন শরীয়ত তাঁকে দেয়া হবে, কিন্তু তা প্রথমো শ্রেণীর হলে শুধু তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য কিছু নির্দেশ পাবেন।

১৮১৪। উপরে যেমন বর্ণিত হয়েছে—হয়রত মূসা (আঃ) যা দেখেছিলেন তা এক কাশ্ফ ছিল এবং কাশ্ফ বা স্বপ্নের ভাষায় ‘জুতা’ পার্থি সম্বন্ধ যথা স্ত্রী, সত্তান, বক্সু-বাঙ্কুব ইত্যাদি বুঝায়। ‘তোমার জুতা জোড়া’ এর মর্ম বুঝায়— তোমার পরিবারের সঙ্গে এবং তোমা সম্পদায়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। এইরূপে আল্লাহ তাআলার সাথে নিবিড় মিলনের সময় মূসা (আঃ) তার মন থেকে স্ত্রী, সত্তান এবং অন্যান্য পার্থিব চিন্তা-ভাবনা দূরে রাখার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। আক্ষরিকভাবে আয়াতের অর্থ হবে, যেহেতু হয়রত মূসা (আঃ) তা মন থেকে স্ত্রী, সত্তান এবং অন্যান্য পার্থিব চিন্তা-ভাবনা দূরে রাখার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং হয়রত মূসা (আঃ) এক পরিত্র স্থানে ছিলেন সেই কারণে তার জুতা জোড়া খুলে ফেলার আদেশ দেয়া হয়েছিল।

★[১০-১৩ আয়াতে বলা হয়েছে, হয়রত মূসা (আঃ) আগুনের মত আলো দেখে দ্বিতীয় সভাবনার কথা প্রকাশ করেছিলেন, ‘আশা কর এ আগুনের কাছে আমি কোন দিকনির্দেশনা পাব’। তা-ই সত্য প্রমাণিত হলো। কেননা তা এরূপ কোন আগুন ছিল না যার অঙ্গার নির্তনি ফিরে এসেছিলেন। [হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

১৮১৫। ‘আখ্ফাশশাইয়া’ অর্থ সে জিনিষটি গোপন করেছিল, সে আবরণ উন্মোচন করেছিল বা এটা প্রদর্শন করেছিল (লেইন)।

إِذْ رَأَ تَارًا فَقَالَ لِهِلِيْا مُكْثُوا إِنِّي
أَنْسَتُ تَارًا الْعَلِيِّ أَتَيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَبِسٍ
أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى^①

فَلَمَّا آتَهُمْ نُودِيَ يَمْوَسِي^②

إِنِّي آنَا رَبُّكَ فَأَخْلَمُ تَعْلِيَكَ جَإِنَّكَ
بِالْوَادِ الْمُقْدَسِ طَوَى^③

وَآنَا أَخْتَرُكَ فَأَشْتِمُ لِمَابِيُّحِي^④

إِنِّي آنَا إِلَهُ لَأَرْلَهَ إِلَّا آنَا فَاعْبُدُنِي^⑤
أَقِيمُ الصَّلَاةَ لِيذْكُرِي^⑥

إِنَّ السَّاعَةَ أَتَيَّةٌ كَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزِي
مُكْلِنَ تَفْسِيرٍ بِمَا تَسْعَى^⑦

১৭। সুতরাং যে ব্যক্তি এর (অর্থাৎ কিয়ামতের) প্রতি ঈমান আনে না এবং নিজ কামনা বাসনার অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে তা (অর্থাৎ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস) থেকে কখনো বিচ্ছুত করতে না পারে। নতুবা তুমি ধৰ্ষস হয়ে যাবে।

১৮। ‘আর (আমরা বললাম) হে মূসা! তোমার ডান হাতে এটা কী?’

১৯। সে বললো, ‘এটা আমার লাঠি। আমি এর ওপর ভর দেই এবং এ দিয়ে আমার ছাগল ভেড়ার জন্য (গাছের) পাতা পাঢ়ি। এ ছাড়া এতে আমার জন্য আরো অন্যান্য উপকারও রয়েছে’^{১৮১৬}।

২০। তিনি বললেন, ‘হে মূসা! তুমি এটা নিষ্কেপ কর।’

২১। সুতরাং সে তা নিষ্কেপ করলো। সাথে সাথে তা যেন এক সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগলো^{১৮১৬-ক}।

২২। তিনি বললেন, ‘তুমি একে ধর এবং ভয় করো না। আমরা অবশ্যই একে এর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবো।

★ ২৩। ‘আর তুমি তোমার হাত^{১৮১৭} নিজ পার্শ্বে চেপে ধর^{১৮১৮}। কোন দোষকৃটি ছাড়াই তা সাদা হয়ে বের হবে। এ হবে অন্য একটি নির্দশন,

২৪। যেন (ভবিষ্যতে) আমরা তোমাকে আমাদের বড় বড় নির্দশনের কোন কোনটি দেখাই^{১৮১৯}।

দেখুন ৪ ক. ৭৮১১৮, ২৬৯৩৩, ২৭৪১১, ২৮৯৩২ খ. ৭৪১০৯, ২৭৪১৩

১৮১৬। ‘আরিবা’ থেকে মা’আরিবা (একবচন), বহুবচনে মা’আরিব (অর্থ ব্যবহার)। আরবরা বলে, ‘আরিবা ইলায়হে’ অর্থাৎ ‘সে এটা চেয়েছিল এবং পেতে ইচ্ছা করেছিল’। মা’রিব, অর্থ চাহিদা, ব্যবহার, প্রয়োজন, দরকার, উদ্দেশ্য (লেইন)।

১৮১৬-ক। লাঠিটি সাপে পরিগত হয়নি, কিন্তু সাপের মত দেখাচ্ছিল। সুতরাং এটা প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত ছিল না। হ্যরত মূসা (আঃ) এর সমর্থনে এক শক্তিশালী প্রামাণ প্রদর্শন ছাড়াও এই অলৌকিক নির্দশনের উদ্দেশ্য ছিল মূসা (আঃ)কে আশ্বস্ত করা ও সাত্ত্বনা দেয়া যে তাঁর জাতি প্রতিমা উপাসনায় এবং অন্যান্য অসৎ অভ্যাসের মধ্যে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হয়ে থাকবে না। কিন্তু যখন তারা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসবে তখন তারা তাঁর সাধু ও খোদাইকৃ সঙ্গীরাঙ্গে পরিগত হবে। ‘আসা’ সম্প্রদায় বা জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয় (লেইন)। ১০২৩ টীকাও দ্রষ্টব্য।

১৮১৭। ‘ইয়াদ’ (অর্থ হাত বা বাহু)। ‘ইয়াদ’ এর আক্ষরিক অর্থ অনুগ্রহ, বদান্যতা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সাহায্য, আশ্রয়, গোত্র, সম্প্রদায়, দল (আকরাব)।

১৮১৮। ‘ইয়াদ’ এর এক অর্থ দল বা জাতি বলে গ্রহণ করলে আয়াতের উক্তি মূসা (আঃ) এর জন্য এই আদেশ বহন করে, তাঁর জাতির লোকদেরকে লালন-পালনকারীর মত তাঁর নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। এরূপ করলে তারা অত্যন্ত ধার্মিক লোক হবে, আধ্যাত্মিক আলো বিকিরণ করবে এবং সকল নৈতিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত হবে। ‘ইয়াদে বায়ব্য’ এর অর্থ স্পষ্ট এবং অকাট্য দলীল-প্রমাণও হতে পারে। হ্যরত মূসা (আঃ) তাঁর স্বপক্ষে প্রামাণ ও শক্তিশালী যুক্তির দলীল দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন। আরও দেখুন ৭৪১০৯ এবং ২৬৯৩৪।

১৮১৯। হ্যরত মূসা (আঃ)কে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐশ্বী নির্দশনসমূহের মধ্যে যষ্ঠির নির্দশন অন্যতম। নবুওয়তের দায়িত্বভার প্রাপ্তির সাথে টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পঞ্চায় দ্রষ্টব্য

فَلَا يَصْدِقُنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى^{১৪}

وَمَا تَلِكَ بِيَوْمِنِكَ يَمْوَسِي^{১৫}

قَالَ هِيَ عَصَمَى يَجَأْتَهُ كُوَّاعَلَيْهَا وَآهَشْ
بِهَا عَلَى عَنَمَى وَلَيَفِيهَا مَارِبُ أُخْرَى^{১৬}

قَالَ أَلْقِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْحُى^{১৭}

فَأَلْقِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْحُى^{১৮}
قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخْفِفْ نَدْ سَنْعِيدْهَا
سِيرَتَهَا أَلْوَلِ^{১৯}

وَاصْمُمْ يَدَكَ لَلِ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ أَيْةً أُخْرَى^{২০}

لِنْرِيَكَ مِنْ أَيْتَنَا الْكَبِيرَى^{২১}

[১৫] ২৫। 'তুমি ফেরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয় সে সীমালজ্জন
১০ করেছে'।

إذْهَبْ رَأْيِ فِي عَوْنَّا تَرْسِّهَ طَغَىٰ ⑥

★ ২৬। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার অস্তর
আমার জন্য প্রশংস্ত করে দাও।

قَالَ رَبِّ اشْرَكِي صَدَّرِي ⑦

২৭। আর আমার বিষয় আমার জন্য সহজ করে দাও,

وَيَسِّرْ لِي آمِرِي ⑧

★ ২৮। *আর আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও,

وَاحْلُلْ عُقْدَةً قِنْ يَسَانِي ⑨

২৯। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

يَفْقَهُوا قَوْلِي ⑩

৩০। আর আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন
সাহায্যকারী^{১৮২০} বানিয়ে দাও,

وَاجْعَلْ لِي دَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ⑪

৩১। *আমার ভাই হারুনকে।

هُرْدَنَ آخِي ⑫

৩২। তার মাধ্যমে আমার শক্তি দৃঢ় কর

اَشْدُدْ بِهَ آزِرِي ⑬

৩৩। এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার বানিয়ে দাও,

وَآشِرِكْهُ فِي آمِرِي ⑭

৩৪। যেন আমরা তোমার অনেক বেশি পবিত্রতা ও মহিমা
ঘোষণা করতে পারি

يَنْ نُسِّيْحَكَ كَثِيرًا ⑮

৩৫। এবং তোমাকে আমরা অনেক বেশি স্মরণ করতে পারি।

وَنَذْ كُرَكَ كَثِيرًا ⑯

৩৬। নিশ্চয় তুমি আমাদের (অবস্থার) প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখে
থাক।'

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ⑰

৩৭। *তিনি বললেন, "হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে
দেয়া হলো।

قَالَ قَدْ أُوتِينَتْ سُؤْلَكَ يَمْوُلِي ⑱

৩৮। আর (এর পূর্বেও) আমরা তোমার প্রতি নিশ্চয় আরো
একবার অনুগ্রহ করেছিলাম

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ⑲

দেখুন : ক. ২৬৪১৪, খ. ২৮৪৩৫ গ. ২৬৪১৬

মূসা (আঃ) এর যষ্টির নির্দেশন প্রকাশিত হয়েছিল (২০৪১৯)। তিনি যখন ফেরাউনের নিকট তাঁর মিশন প্রচার করতে গিয়েছিলেন তখন গুটা যষ্টির অলৌকিক ঘটনাই ছিল যা কিনা ফেরাউন এবং যাদুকরদেরকে দেখান হয়েছিল (২০৪৭০-৭৪)। ইহুদীরা যখন পানি চেয়ে ছিল তখন মূসা (আঃ) তাঁর যষ্টি দ্বারা পাথরে আঘাত করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন (২৪৬১) এবং তাঁকে যখন সাগর অতিক্রম করতে হয়েছিল তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে যষ্টি দিয়ে তাতে আঘাত করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন (২৬৪৬৪)।

১৮২০। হ্যরত মূসা (আঃ) এর উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তিনি নিজেকে তার যথাযোগ্য মনে করছিলেন না। তিনি একজন সাহায্যকারীর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অসাধারণ এবং অধিকতর কষ্টসাধ্য দায়িত্বার অর্পণ করা হয়েছিল, কিন্তু কোন সাহায্যকারী পাওয়ার আবেদন তিনি কখনো করেননি। তিনি একা, কোন সহায়তাকারীর সাহায্য ছাড়াই চরম মৈতিক অধঃগতনে নিমজ্জিত একটি জাতিকে আধ্যাত্মিকতার গৌরবময় সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করার গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে এবং পূর্ণ

টাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩৯। যখন ^কআমরা তোমার মায়ের প্রতি ওহী করেছিলাম, যা^{১৮২১} (সেই সময়) ওহী করার (প্রয়োজন) ছিল।

৪০। (এর বিবরণ হলো,) তুমি তাকে (অর্থাৎ শিশু মূসাকে) সিন্দুকে রাখ এবং তা নদীতে ফেলে দাও যেন এরপর নদী তাকে তীরে ঠেলে দেয় যাতে করে তাকে ^কআমার শক্র ও তার শক্র তুলে নেয়। আর আমি তোমাকে আমার ভালবাসায় সিঙ্গ করলাম (অর্থাৎ লোকদের হৃদয়ে তোমার জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করলাম) এবং (এও ব্যবস্থা করলাম) যেন তুমি আমার চোখের সামনে লালিতপালিত হও^{১৮২২}।

৪১। (মনে করে দেখ) ^গতোমার বোন যখন (সাথে সাথে) হাঁটছিল এবং বলছিল, ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন কারো সন্ধান দিব, যে একে লালনপালন করতে পারবে?’ ^ঘএভাবেই আমরা তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যেন তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুশ্চিন্তা না করে। আর (হে মূসা!) ^ঙতুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। কিন্তু আমরা তোমাকে সে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করেছিলাম এবং আমরা তোমাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছিলাম। এরপর তুমি মিদিয়ান-বাসীদের মাঝে কয়েক বছর ছিলে। এরপর হে মূসা! তুমি (নবুওয়ত লাভের) যথোপযুক্ত বয়সে পৌছে গেলে^{১৮২৩}।

৪২। আর ^চআমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করলাম।

৪৩। ^ছতুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমাকে স্মরণ করতে শিথিলতা দেখিও না।

দেখুন : ক. ২৮৪৮-৯ খ. ২৮৪৯ গ. ২৮৪১২-১৩ ঘ. ২৮৪১৪ ঙ. ২৮৪১৬, ৩৪ চ. ১২৪৫৫; ছ. ২৮৪৩৬

সফলতার সাথে পালন করেছিলেন।

১৮২১। ‘মা’ মাস্দারিয়াহ হওয়াতে এর অনুগামী ক্রিয়াপদ, এর অর্থে গভীরতা প্রদান করে। সুতরাং ‘মা ইউহা’ এর অর্থ, একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ওহী, অথবা সেই সময়ের জন্য ওহী করা অতি জরুরী ছিল।

১৮২২। ‘আইনুন’ অর্থঃ চক্ষু, বাড়ীর বাসিন্দা, আশ্রয় বা নিরাপত্তা, দৃষ্টি, স্বর্ণ, সূর্য, বর্ণ (মুফরাদাত, লেইন)। যেহেতু হ্যরত মুসা (আঃ) এর উপর এক শক্তিশালী নিষ্ঠুর রাজার অধীনে দীর্ঘকালের দাসত্ব বন্ধন থেকে এক জাতিকে উদ্ধার করার এক মহান এবং কাঠিন দায়িত্ব অর্পণের উদ্দেশ্য ছিল, সেই জন্য এটা খুবই প্রয়োজন ছিল যে তিনি (মুসা) এই গুরুত্বপূর্ণ মিশনের উদ্দেশ্যে রাজকীয় শিক্ষকের অধীনে লালিত ও আবশ্যকীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন। অতএব ফেরাউনের রাজ প্রাসাদে শিশু মুসা (আঃ) এর প্রবেশ লাভের মাধ্যমে এই ঐশ্বী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

১৮২৩। মিদিয়ানের অধিবাসীদের মধ্যে মুসা (আঃ) এর সাময়িক বসবাস ছিল আল্লাহ তাআলার আরো একটি ঐশ্বী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। সিনাই উপত্যকার ভূমিতে এবং বনে-জসলে ইসরাইলীদের সঙ্গে জীবনযাপন করা যেহেতু তাঁর জন্য আবশ্যক ছিল, সেই জন্য মিদিয়ানে কয়েকটি বৎসর কষ্টকর জীবন ধারণে অভ্যন্তর হওয়ার জন্য হ্যরত মুসা (আঃ)কে বাধ্য করা হয়েছিল।

إِذَا وَحَيْنَا إِلَى أُمَّكَ مَأْبُوتٍ تَحْتَ

آنَ أَذْفَنِي وَفِي التَّابُوتِ فَاقْرِئْ فِينِي
فِي الْيَمِّ فَلَيْلِقِي الْيَمِّ بِالسَّاجِلِ
يَا حَدَّهُ عَدُوُّنِي وَعَدُوُّهُ وَالْقَيْثِ
عَلَيْكَ مَحَبَّةً قَنْيِي هُوَ لِتُصْنَعَ عَلِ
عَيْنِي^(১)

إِذَا تَمْشِيَ أَخْتَكَ فَتَقُولُ هَلْ أَذْلَكُ
عَلِيَّ مَنْ يَكْفُلُهُ، فَرَجَحْتَكَ إِلَى أُمَّكَ كَيْ
تَقْرَرَ عَيْنِهَا وَلَا تَخْزَنَ هُوَ قَتَلَتَ نَفْسًا
فَنَجَّيْتَكَ مِنَ الْعَقِّ وَفَتَلَكَ فُتُونًا
فَلَيْلِيَّتَ سِنِينَ قِيَّ أَهْلِ مَذَيْنَ هُشَّ
جِئْتَ عَلِيَّ قَدَرِ يَمْوُسِي^(২)

وَاصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي^(৩)

إِذَا هَبَتْ أَنْتَ وَأَخْوَكَ بِإِيْرِيَّ وَلَا تَنْسِيَّ
رِيْ ذِكْرِي^(৪)

৪৪। ক্ষেত্রে ফেরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

★৪৫। আর তোমরা উভয়ে তার সাথে নষ্ট ভাষায় কথা বলো।
১৮২৪হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।

৪৬। তারা উভয়ে বললো, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় সে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে অথবা ওদ্ধত দেখাবে বলে আমরা আশংকা করছি’।

৪৭। তিনি বললেন, ‘তোমরা ভয় করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের সাথে আছি। আমি (তোমাদের দোয়াও) শুনি এবং আমি (তোমাদের অবস্থাও) দেখি।’

৪৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে তার কাছে যাও এবং বল, ‘নিশ্চয় আমরা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দুজন রসূল। সুতরাং তুমি বনী ইসরাইলকে আমাদের সাথে যেতে দাও এবং তাদের ওপর নির্যাতন করো না। নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক বড় নির্দশন নিয়ে এসেছি। আর যে-ই হেদায়াতের অনুসরণ করবে তার জন্য রয়েছে শাস্তি।’

৪৯। নিশ্চয় আমাদের প্রতি ওহী করা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি (আল্লাহর নির্দশনকে) প্রত্যাখ্যান করবে এবং মুখ ফিরিয়ে রাখবে তার ওপর অবশ্যই আযাব (বর্ষিত) হবে।’

৫০। সে (অর্থাৎ ফেরাউন) বললো, ‘হে মূসা! কে তোমাদের দুজনের প্রভু-প্রতিপালক?’

৫১। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, ‘তিনিই আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, যিনি সব কিছুকে এর (যথাযথ) আকৃতি দিয়েছেন (এবং) এরপর পথনির্দেশনা দিয়েছেন।’^{১৮২৫}

৫২। সে (অর্থাৎ ফেরাউন) বললো, ‘তাহলে পূর্ববর্তী জাতিদের অবস্থা কী হবে।’^{১৮২৬}

দেখুন : ক. ৭৯:১৮ খ. ২৬:১৩ গ. ২৬:২৪ ঘ. ৮৭:৩-৮

১৮২৪। তফসীরাধীন আয়াত একজন ধর্মের শিক্ষক বা প্রচারককে দুপ্রকার অনুশীলনের শিক্ষা প্রদান করেছে। প্রচার করার সময় তাকে ভদ্র ভাষা ব্যবহার করা আবশ্যিক। দ্বিতীয়ত সেই সকল লোকের প্রতি যথোচিত শুন্দা জ্ঞাপন করা উচিত যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পার্থিব সম্মানে ভূষিত করেছেন অথবা কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

১৮২৫। আয়াতের মর্ম হচ্ছে: জগতে সর্বত্র শৃংখলা বিরাজমান এবং আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিভূষিত করেছেন, যা তার বিশেষ চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক যথোপযুক্ত এবং যার সঠিক ব্যবহারে তা স্বীয় পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

১৮২৬। পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত ফেরাউনের প্রশ্নে হ্যরত মূসা (আঃ) এর জওয়াব তাকে সম্পূর্ণ হতবাক করে দিয়েছিল, কাজেই টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِذْ هَبَّا لِي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

قَنْوَلَكَهُ قَوْلَأَ لَيْتَنَا لَعْلَمَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ
يَنْخَشِي^(১)

قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرَطَ
عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغِي^(২)

قَالَ لَا تَخَافُ فَإِنَّنِي مَعْلُومٌ مَا أَسْمَعْتَ
أَرَى^(৩)

فَأَتَيْلَهُ قَنْوَلَأَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَآزِيلُ
مَعَنَّابِنِي إِشْرَاءِ يَلَهَّ دَلَّاتُ تَعَظِّمَهُ
قَدْ جِئْنَكَ بِأَيْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَمُ
عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى^(৪)

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ
كَذَّبَ وَتَوَلَّ^(৫)

قَالَ قَمَنْ رَبِّكُمَا يَمْوَسِي^(৬)

قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
شُمَّهَدَى^(৭)

قَالَ نَمَّا بَأْلُ الْقُرُوفِ الْأَلْوَنِ^(৮)

৫৩। সে বললো, ‘তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে একটি কিতাবে (সংরক্ষিত) রয়েছে। আমার প্রভু-প্রতিপালক ভুলও করেন না এবং ক্ষিপ্তও হন না।^{১৮২৭}

৫৪। (খতিনিটি) এ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানারপে বানিয়েছেন এবং এতে তোমাদের জন্য অনেক পথও (তৈরী) করে দিয়েছেন। আর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। এরপর এর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের জোড়া উৎপন্ন করেছি।

৫৫। (অতএব এ থেকে) ^২গোমরা খাও এবং এতে তোমাদের [৩০] গবাদিপশুকে চরাও। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য ^{১১}নির্দেশনাবলী রয়েছে’।

৫৬। ^৩এ (পৃথিবী) থেকেই আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং এর মাঝেই আমরা তোমাদের ফিরিয়ে নিব আর এ থেকেই আমরা তোমাদের আবার বের করবো★।

৫৭। আর নিশ্চয় ^৪আমরা তাকে (অর্থাৎ ফেরাউনকে) আমাদের প্রত্যেক প্রকার নির্দেশন দেখিয়েছিলাম। কিন্তু সে (গুগলো) প্রত্যাখ্যান করলো এবং অস্বীকার করলো।

৫৮। সে বললো, ‘হে মূসা! তোমার যাদুর মাধ্যমে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্যেই কি তুমি আমাদের কাছে এসেছ?*

দেখুনঃ ক. ১৯:৬৫; খ. ৪৩:১১ গ. ১০:২৫; ২৫:৫০; ৩২:২৮ ঘ. ৭:২৬; ৭১:১৮-১৯ ঙ. ২৭:১৩-১৫; ৪৩:৪৮-৪৯; ৭৯:২১-২২ চ. ২৬:৩৬।

ফেরাউন স্বীয় প্রশ্নের বিষয়বস্তু ছেড়ে মূসা (আঃ) এর প্রতি এক নৃতন প্রশ্নের অবতারণা করলো। তাঁকে জিজেস করলো, তাঁর আল্লাহ অতীতের মৃত পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা, অর্থাৎ তাদের কি অবস্থা যারা মূসা (আঃ) এর উপদেশাবলী থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়নি। এইরূপে মূসা (আঃ) এর বিরুদ্ধ পরোক্ষ ইঙ্গিত দ্বারা ফেরাউন আকস্মিকভাবে তার জাতির লোকদেরকে এই মর্মে উভেজিত করতে চেয়েছিল যে তিনি (মূসা) কটাক্ষ করেছিলেন তাদের পূর্বপুরুষরা ঐশ্বী পথ-নির্দেশকবিহীন ছিল, সুতরাং তারা ঐশ্বী শাস্তির যোগ্য ছিল।

১৮২৭। হ্যরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের কৌশল এড়িয়ে যাওয়ার চালাকির দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছেন। তিনি ফেরাউনকে বলেছিলেন, পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে তার মাথা ঘামান উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত আছেন এবং তাদের সম্পর্কে প্রত্যেক খুঁটিনটি তাঁর জ্ঞানে সুরক্ষিত এবং বিচার দিবসে তাদের অবস্থা ও পরিস্থিতি ভেদে কর্মানুযায়ী সকলকে প্রতিফল দান করবেন।

★[এ আয়াতে বলা হয়েছে, এ পৃথিবী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ থেকেই তোমাদের বের করা হবে। এ ব্যাপারে আপনি হতে পারে, আজকের যুগে যেসব লোক মহাকাশে রকেট ইত্যদিতে মারা যায় তাদের ক্ষেত্রে কিভাবে এ আয়াত প্রযোজ্য হতে পারে? এর উভয় হলো, মানুষ যেখানেই যাক না কেন সে এ পৃথিবীর বায়ু, খাদ্য ইত্যাদি সাথে রাখে। আর কখনো সে গুগলো ছাড়া বাঁচতে পারে না। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتَابٍ جَرَيْفَلْ
رَبِّيْ وَلَا يَئْسَنَى لَهُ^{১৮}

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ أَنْوَارَ مَهْدَأً وَسَلَكَ
لَكُمْ فِيهَا سَبِلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً وَفَانَّرَجَنَا بِهِ آرَوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ
شَتِّي^{১৯}

كُلُّوا وَأَرْعُوا آثَارَ مَكْمُمْ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَا يَبْيَطْ لَا دُولِي الشُّهْرِي^{২০}

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعِينُكُمْ وَمِنْهَا
تُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى^{২১}

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ أَيْتَنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَهُ
أَبْ^{২২}

قَالَ آجِشَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ آرَضِنَا
بِسِحْرِكَ يَمْوَسِي^{২৩}

৫৯। *তাহলে আমরাও তোমার সামনে অবশ্যই অনুরূপ এক যাদু উপস্থাপন করবো। সুতরাং আমাদের ও তোমার জন্য এক নির্দিষ্ট (সময় ও) স্থান নির্ধারণ কর, যা আমরা লজ্জন করবো না এবং তুমিও করবে না'। তা (হবে এমন এক) স্থান (যা উভয়ের জন্য) সমান।

৬০। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, *‘তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় হলো উৎসবের দিন। আর (সেদিন) বেলা কিছুটা উঠলে লোকদের একত্র করা হোক^{১৮৩১}।

★ ৬১। এরপর ফেরাউন চলে গেল এবং সে তার সব কলাকৌশল সংহত করলো^{১৮৩০}। এরপর (নির্ধারিত সময়ে) সে ফিরে এল।

৬২। মূসা তাদের বললো, ‘তোমাদের জন্য আক্ষেপ! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। নতুবা তিনি আযাব দিয়ে তোমাদের তচ্ছন্দ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা উত্তোলন করে সে অবশ্যই বিফল হবে^{১৮৩১}।’

৬৩। তখন তারা নিজেদের বিষয়ে পরম্পর বাকবিতভা করলো এবং গোপনে সলাপরামর্শ করলো।

৬৪। তারা বললো, “এ দুজন তো যাদুকর। এরা নিজেদের যাদুর মাধ্যমে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের বের করে দিতে চায় এবং তোমাদের সর্বোত্তম ঐতিহ্য ধ্বংস করতে চায়^{১৮৩১-ক}।

৬৫। সুতরাং তোমরা তোমাদের কৌশল সংহত কর। এরপর তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে আস এবং আজ যে জিতবে সে নিশ্চয় সফল হবে।’

দেখুন : ক. ৭৪১১২-১১৩; ২৬৪৩৭ খ. ২৬৪৩৩ গ. ৭৪১১০; ২৬৪৩৫-৩৬।

১৮২৮। এই আয়াতে ফেরাউনের সূক্ষ্ম প্রতারণাপূর্ণ পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত প্রতিভাব হয়েছে। সে তার জাতিকে বলেছিল, এক বিদেশী (মূসা-আঃ) মিশরে প্রবাসী হয়ে তাঁর ধূর্ত কৌশলপূর্ণ পরিচালনা দ্বারা শাসক রাজবংশকে মিশর থেকে বিতাড়িত করার প্রচেষ্টায় লিঙ্গ।

১৮২৯। এখানে হ্যরত মূসা (আঃ) এবং মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে এক কৌতুহলোদ্দীপক সাদৃশ্য দেখা যায়। হ্যরত মূসা (আঃ) এবং যাদুকরদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা (যাতে তাদেরকে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল) সংঘটিত হয়েছিল পূর্বৰ্হ বেলায়। নবী করীম (সাঃ) বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন অনুরূপ পূর্বৰ্হ বেলায় যখন আরবে কুফরী ও প্রতিমা পূজার শেষ ও চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল।

১৮৩০। ‘জামাআ কায়দাহু’ এই উক্তির অর্থ আয়াতের মধ্যে নিহিত অর্থ ছাড়াও একপও বুঝায়ঃ সে তার সমস্ত পরিকল্পনা একত্র করলো, সে সর্বপ্রকার ফন্দি আঁটলো এবং সে তার ক্ষমতা অনুযায়ী সব কিছু করলো।

১৮৩১। এই আয়াত ওহী-ইলহাম প্রাণ্তির দাবীকারকের সত্যতা নিরূপণ করার জন্য এক অদ্বাত্ম নীতি উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপকারীকে আপাতদৃষ্টিতে সাময়িক উন্নতি ও অগত্যতি করতে দেখা গেলেও পরিণামে সে বিনষ্ট হয় এবং তার দুঃখজনক ও অসম্মানজনক সমাপ্তি ঘটে। এই সত্য সকল ধর্মের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বহুল পরিমাণে স্পষ্টাক্ষরে রিখিত রয়েছে।

১৮৩১-ক। ‘তরীকাহ্’ অর্থ জীবন্যাপনের পদ্ধতি, আদর্শ, প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্য (লেইন)।

فَلَئِنْ تَيْتَكَ بِسْخِرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ
نَحْنُ وَلَا آنْتَ مَكَانًا سُوءً^{৩৭}

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيَّةِ وَأَنْ
يُخْشَرَ النَّاسُ ضَحَى^{৩৮}

فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْنَةَ ثُمَّ آتَ^{৩৯}

قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيَلَّكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِرَكُمْ بَعْدَ أَبْرَاجٍ
قَذَّابَ مَنِ افْتَرَى^{৪০}

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا
النَّجْوَى^{৪১}

قَالُوا إِنَّ هَذِينَ لَسَاحِرُونَ يُرِيدُنَ
أَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرِهِمَا
وَيَذْهَبُوا بِطَرِيقِكُمُ الْمُشْلِ^{৪২}

فَأَجْمِعُوا كَيْنَةَ كُمْثُمَ اثْتُوا صَفَّا
وَقَذَّآفَلَهُ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَغْلَ^{৪৩}

৬৬। ৰ-তারা বললো, ‘হে মুসা! হয় তুমি নিষ্কেপ কর, না হয় আমরাই প্রথমে নিষ্কেপ করবো।’

৬৭। ৰ-সে বললো, ‘বৰং তোমরাই (প্রথমে) নিষ্কেপ কর^{১৮৩২}। এরপর তাদের যাদুর দরশন তার কাছে (এমন) গমনে হলো যেন তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো সহসা ছুটাছুটি করছে^{১৮৩৩}।

৬৮। এতে মুসা নিজ অন্তরে ভীতি অনুভব করলো^{১৮৩৪}।

৬৯। আমরা বললাম, ‘ভয় করো না। নিশ্চয় তুমই বিজয়ী হবে।

৭০। আর তোমার ডান হাতে যা আছে তা তুমি নিষ্কেপ কর। ফলে ৰ-তারা যা (ছলচাতুরি) করেছে এটা তা গিলে ফেলবে^{১৮৩৫}। নিশ্চয় তারা যা তৈরী করেছে তা কেবল যাদুকরের কলাকৌশল মাত্র। আর যাদুকর যে পথেই আসুক^{১৮৩৫-ক} সে সফল হতে পারে না।’

৭১। তখন ৰ-যাদুকরদের সিজদাবন্ত হতে বাধ্য করা হলো। তারা বললো, ‘আমরা হারুন ও মুসার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।’

দেখুন : ক. ৭৪১১৬ খ. ৭৪১১৭; ২৬৪৪৪ গ. ৭৪১১৭ ঘ. ৭৪১১৮; ২৬৪৪৬ ঙ. ৭৪১২১; ২৬৪৪৭ চ. ৭৪১২২-১২৩; ২৬৪৪৮-৪৯।

১৮৩২। আল্লাহ্ তাআলার নবীগণ কখনই প্রথম আক্রমণ করেন না। আক্রম না হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করে থাকেন এবং তারপর তাঁরা আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন।

১৮৩৩। যাদুকরদের দড়ি এবং লাঠিগুলো দৌড়াদৌড়ি করছিল বলে মুসা (আঃ) এর নিকট দৃষ্ট হয়েছিল। বাস্তবে সেগুলো এরূপ কিছুই করছিল না। অসৎ শক্তিসমূহ ক্ষণিকের জন্য প্রথমে মনে হয় জিতে গেল, কিন্তু শীঘ্ৰই তারা দুর্দশায় পতিত হয়।

১৮৩৪। যাদুকরদের দড়ি এবং লাঠিগুলোতে মুসা (আঃ) ভীত ছিলেন না। আল্লাহ্ নবীগণ পর্বত প্রমাণ নিশ্চয়তার উপর দণ্ডায়মান থাকেন এবং কোন কিছুতেই ভীত হন না। হ্যরত মুসা (আঃ) কেবল ভয় করেছিলেন, পাছে লোকেরা যাদুকরদের ভেঙ্গিবাজী দর্শনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

১৮৩৫। এই আয়াত স্পষ্ট করছে, মুসা (আঃ) এর যষ্টি অন্য আর কিছু নয়— যাদুকরদের অভিষ্ঠ সাধনের প্রচেষ্টাকে গিলে ফেলে তাদের যাদু ব্যর্থ করে দিয়েছিল। হ্যরত মুসা (আঃ) এর যষ্টিখানা এক মহান নবীর আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ হুকুমে পরিচালিত হয়ে যাদুকরদের সমস্ত ভেঙ্গির প্রতারণা ফাঁস করে দিল, যা তারা দর্শকদের উপর কোশলে প্রয়োগ করেছিল। কুরআনের অপর এক স্থানে যাদুকরদের দড়ি ও যষ্টিগুলিকে তাদের মিথ্যা কলাকৌশলরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে—(৭৪১১৮)।

১৮৩৫-ক। ‘আতা-আশ-শাইয়্যা’ অর্থ সে এটা করেছিল (লেইন)।

قَالُوا يَمْوَسَى إِنَّمَا آنِ تُلْقِي وَإِنَّمَا آنِ
نَكْوَنَ أَوَّلَ مَنْ آتَقَى^{১৪}

قَالَ يَلْأَلْقُوا فَإِذَا جَبَ لَهُمْ وَعِصِيمُهُ
يُخَيِّلُ لِرَأْيِهِ وَمَنْ يَخْرُجُ هُنَّ أَنَّهَا
تَشْغِي^{১৫}

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّؤْسِي^{১৬}

قُلْنَآ لَاتَّخْفِي إِنَّكَ آتَيْتَ أَلَّا غَلِ^{১৭}

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا
رَأَيْكَا صَنَعُوا كَيْدُ سَجِيرٍ وَلَا يُغْلِي
الشَّجْرُ حَيْثُ آتَيْ^{১৮}

فَأُنْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوا أَمْتَأْ بِرَبِّ
هُرُونَ وَمُوسَى^{১৯}

৭২। সে (অর্থাৎ ফেরাউন) বললো, ‘আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার পূর্বেই যে তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে! নিশ্চয় সে-ই তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে।’ আমি নিশ্চয় তোমাদের হাতের বিপরীতে পা^{১৮৩৫-খ} পর্যায়ক্রমে কেটে ফেলবো এবং অবশ্যই আমি খেজুর গাছের কাণ্ডে তোমাদের ত্রুশবিন্দু করে হত্যা করবো। আর আমাদের মাঝে শাস্তি প্রদানে কে বেশি কঠোর এবং কে টিকে থাকবে তোমরা তা অবশ্যই জানতে পারবে।

৭৩। তারা বললো, ‘আমরা তোমাকে সেইসব সুস্পষ্ট নির্দশনের ওপর কখনো প্রাধান্য দিতে পারি না, যা আমাদের কাছে এসেছে এবং তার ওপরও (তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না) যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ‘তুমি যা করতে চাও তা-ই করে ফেল। তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনটাই শেষ করে দিতে পার’^{১৮৩৬}।

৭৪। ^{ঝঃ মৃত্যু ত্ৰুটি} আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি আমাদের পাপ এবং যাদুর যে কাজ করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছ তা ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী।’

৭৫। নিশ্চয় যে তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে অপরাধীরপে আসবে তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম রয়েছে। এতে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না^{১৮৩৭}।

৭৬। আর যারা মুঁমিন হিসেবে সংকাজ করা অবস্থায় তাঁর কাছে আসবে তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদাসমূহ।

দেখুন : ক. ৭৪১২৪; ২৬৪৫০ খ. ৭৪১২৫; ২৬৪৫০ গ. ২৬৪৫১ ঘ. ৭৪১২৭; ২৬৪৫২ ঙ. ৪৯৬-৯৭; ৮৪৫।

১৮৩৫-খ। ‘মিন’ অব্যয়ের অর্থ একপথ হয়ঃ এই কারণে, এই উদ্দেশ্যে। ‘খেলাফ’ শব্দের অর্থ বিরোধ, প্রতিবাদ বা প্রতিপক্ষ (লেইন)।

১৮৩৬। আশ্রয়জনক পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন, কীভাবে মানুষের মধ্যে ঈমান ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পূর্বেই পার্থিব লোভে যে সব যাদুকর ফেরাউনের নিকট অর্থ, সম্মান বা মর্যাদার পুরস্কার প্রার্থনা করেছিল (৭৪১১৪) তারাই এখন ফেরাউনের হৃষি এবং ভয়ানক মৃত্যুর প্রতিও ঝঞ্চেপ করলোনা যখন তারা সত্য বুঝতে পারলো এবং সত্য প্রহণ করলো।

১৮৩৭। মৃত্যু মানুষকে যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে। অতএব পাপীরা নরকে মরবে না এবং তারা যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। না তারা তাতে মরবে না বাঁচবে। কারণ প্রকৃত জীবনের আনন্দ আল্লাহর সঙ্গে ভালবাসার মধ্যে নিহিত এবং পাপীরা তা থেকে বাধিত। অথবা আয়াতের মর্ম এও হতে পারে, পাপীরা সকল প্রকার আরাম ও আনন্দ থেকে সম্পূর্ণ বাধিত হবে এবং একপ অবস্থাকেই এখানে মৃত্যু থেকে নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَالَ أَمْنِتْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَّنَ لَكُمْ دِيَانَةَ
لَكَيْنِرْكُمُ الَّذِي عَلَمْكُمُ السِّخْرَةَ
فَلَا قَطَعْنَ آيِدِيْكُمْ وَأَزْجَلْكُمْ قِنَ
خَلَافٍ وَلَادُ صَلِبَتْكُمْ فِي جُذُورِ
النَّخْلِ زَوْلَغْلَمُنَ آيِّنَّا آشَدُ عَذَابًا
آبْقَى^(১)

قَالُوا لَنْ تُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ
الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا
آتَنَا قَاضٍ وَإِنَّمَا تَقْضِيَ هَذِهِ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا^(২)

إِنَّا أَمَّنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا حَطَّيْنَا وَ
مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْنَا مِنَ السِّخْرِ وَإِنَّمَا
حَيْرَةً آبْقَى^(৩)

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُخْرِمًا فَإِنَّهُ
جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَلِي^(৪)

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَاتِ
فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرْجَاتُ الْعُلُو^(৫)

- ৩ ৭৭। (সেগুলো হবে) ক'চিরস্থায়ী বাগান, যেগুলোর পাদদেশ
 [২২] দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর
 ১২ এ প্রতিদান হলো তাদের যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে।'

جَنْتُ عَدِّنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنَّهُ نَمْرُ
 حَلْوَيْنَ فِيهَا، وَذَلِكَ جَزَّاؤُ مَنْ
 تَرَكَهُ^(১)

৭৮। আর ^৪আমরা মূসার প্রতি নিশ্চয় (এই বলে) ওহী
 করেছিলাম, 'তুমি আমার বান্দাদের রাতের বেলায় নিয়ে চল
 এবং ^৫সাগরে তাদের জন্য এক শুক্নো পথ ধর। তোমার ধরা
 পড়ার আশঙ্কা থাকবে না এবং (ভুবে যাওয়ারও) ভয় থাকবে
 না।^{১৮৩৮}'

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنَّ آشِرَ
 يُعَبَّادُونِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي
 الْبَحْرِ يَبْسَأْ لَا تَخْفُ دَرَّگَا وَ
 لَا تَنْخُشِ^(২)

দেখুন : ক. ১৪৭২; ১৮৩২; ১৯৬২; ৬১৪৩; খ. ২৬৪৫; গ. ২৬৪৬।

১৮৩৮। ইসরাইল জাতি সম্পর্কে অকাট্য সব ঐতিহাসিক সুত্রের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অভিনব যে তত্ত্বসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে তা হলোঃ
 (ক) তারা কখনই মিশরে বসবাস করেনি। কারণ পুরাতন মিশরীয় ইতিহাসের দলীলে তাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। (খ) ফেরাউন মেরেনপ্তাহ (Merenptah) এর রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে যখন হয়রত মুসা (আঃ) ইসরাইলীদেরকে মিশর থেকে বের করে এমেছিলেন বলে বলা হয় সেই সময় কোন কোন ইহুদী উপজাতি বাস্তবেই কেনানে বাস করতো। অতএব এই মত যে মুসা(আঃ) কেনানে তাঁর রাজত্বকালে ইসরাইলীদেরকে মিশর থেকে বের করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা পঞ্চাশ বৎসর পরে কেনানে আবাস স্থাপন করেছিল এইসব সম্পূর্ণ ভুল।

এই অঙ্গুত তত্ত্বের উপস্থাপকরা মনে হয় ভুলে গিয়েছিলেন, ইসরাইলীরা মিশর দেশে বিদেশী ছিল এবং এক পরাধীন জাতিরূপে তারা নির্দয় শাসকের অধীনে কৃতদাসবৎ দায়বদ্ধ ক্ষমকের ও দাসত্বের দুর্দশাগ্রাহ জীবনযাপন করতো। এরূপ এক সম্প্রদায় কীভাবে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে? এমনকি এই বিংশ শতাব্দীতেও যখন ইতিহাস রচনাকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতার ভগ্নাবশেষ থেকে কোন এক জাতি সম্পর্কে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা সহজসাধ্য মনে করেন না তখন দূর অতীতের ইতিহাসবিদদের জন্য আরো অধিক কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল যে টুকরা টুকরা অসম্পূর্ণ বর্ণনা থেকে এমন এক জাতি সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ দলীল রচনা করা, যারা অতি প্রাচীনকালে বাস করতো এবং যারা তাদের শাসক কর্তৃক ভারবাহী পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হতো। কোন কোন ইহুদী গোত্রকে ফেরাউন মেরেনপ্তাহের রাজত্বকালের পঞ্চম বৎসরে কেনানে বাস করতে দেখা গিয়েছিল, এই সন্দেহপূর্ণ সূত্র উল্লেখ করতে গেলে বলতে হয় অন্যান্য ইসরাইলী গোত্রগুলো মিশরে বাস করছিল-এই বাস্তব ঘটনাকে এটি মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারে না। এটা কি সম্ভব নয়, মুসা (আঃ) কর্তৃক তাদের সকলকে উদ্ধার করার প্রাক্কালে কোন কোন গোত্র কেনানের পথে মিশর ত্যাগ করেছিল? আশ্চর্যের কথা যে এই সকল লোক একদিকে বলে, মুসা মিশরীয় নাম এবং কোন ইহুদীর নামও মিশরীয় নাম ছিল, অপরদিকে বলে যে তারা কখনো মিশরে গমন করেনি। উপরন্তু ইসরাইলীরা মিশরে বাস করতো বলে বাইবেল বিশদ ও সঙ্গতি বর্ণনা করেছে। বাইবেল রচয়িতার জন্য এইরূপ করার কোন বাধ্যকর কারণ ছিল না, বিশেষত যখন ইহুদীরা সেখানে কৃতদাস ও ভারবাহী পশুর চাইতে নিকৃষ্ট জীবনযাপন করতো। কোন জাতিই নিজেদের অপমান ও দুঃখের বেদনাদায়ক মিথ্যা এবং বানোয়াট দলীল আবিষ্কার করার গরজ বা গর্ববোধ করবে না। সেই সময়ের ফেরাউনদের রাজত্বনীতি, সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের পদ্ধতি সম্বন্ধে বাস্তবে বাইবেলের খুঁটিনাটি বর্ণনা আরো একটি বাস্তব প্রমাণ দেয় যে ইহুদী জাতি মিশরে বাস করতো। মিশরীয় ফেরাউন রাজবংশে বাইবেলের কোন স্থার্থ ছিল না, এই প্রকৃত বাস্তব ঘটনা ছাড়া যে তারা ইহুদীদের শাসক ছিল। এ ছাড়া প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুযায়ী মিশরীয়রা নিজেরাই স্বীকারোভিত করেছিল যে ইসরাইল জাতি দীর্ঘদিন মিশরে বসবাস করেছিল এবং প্রবর্তী কালে সেখান থেকে হিজরত করেছিল। যাহোক পুরাকালে পরিচিত মিশর রাজ্য, যা উভয় আরব নিয়ে গঠিত ছিল, তার সাথে বর্তমানকালের মিশর নিয়ে তালগোল পাকানো সমীচীন নয়।

মিশরত্যাগী ইসরাইলীদের দলবদ্ধভাবে প্রস্তানের তারিখটিও বহু বিতর্কিত এবং কেবলমাত্র বাইবেল থেকে তার সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা খুবই কষ্টসাধ্য। ঐতিহাসিক সূত্র, প্রাচীনত্বিক গবেষণা এবং ইহুদী জাতির ঐতিহ্য দ্বারা সমর্থনপূর্ণ এই ধারণা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান যে উক্ত দলবদ্ধভাবে প্রস্তানের ঘটনা (যাত্রা পুস্তক) পুরুষানুক্রমিক উনবিংশতম রাজ পুরুষ(১৩২১-১২০২খঃ পূর্ব) বা মেরেনপ্তাহ ২য় (Merenptah II) (১২৩৪-১২১৪ খঃ পূর্ব) এর শাসনামলে সংঘটিত হয়েছিল এবং এখনো তা সর্বাধিক সম্ভাব্য বলে প্রতিপন্থ। এই যাত্রা ১২৩০ খঃ পূর্বদে হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। অত্যাচারী ফেরাউন ছিল রামেসেস ২য় এবং তার উত্তরসূরী মেনেরেপ্তাহ ২য় ছিল মুসা (আঃ) এর যাত্রাকালের ফেরাউন। (পীকস্ক কমেন্টারী অব দি বাইবেল পৃঃ ১১৯, ১৫৫, ১৫৬, আরও দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী পৃঃ ১৬৪৬, ১৬৪৭)।

৭৯। *সুতরাং ফেরাউন তার সৈন্যদলসহ তাদের পিছু ধাওয়া করলো। এরপর সমুদ্রের (পানি) তাদের সবাইকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দিল।

৮০। আর ফেরাউন তার জাতিকে বিপথগামী করেছিল এবং সঠিক পথ দেখায়নি।

৮১। হে বনী ইসরাইল! ‘নিশ্য খামরা তোমাদের শক্র থেকে তোমাদের রক্ষা করেছিলাম এবং খুর (পর্বতের) ডান পাশে আমরা তোমাদের কাছ থেকে এক অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের জন্য মাঝা ও সালওয়া অবতীর্ণ করেছিলাম’^{১৮৩৯}।

৮২। খামরা যে রিয়ক তোমাদের দান করেছি তা থেকে তোমরা পবিত্র জিনিষ খাও এবং এ ব্যাপারে সীমা লজ্জন করো না। তা না হলে তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে নিশ্য ধ্বংস হয়ে যাবে’^{১৮৪০}।

৮৩। আর যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকাজ করে (এবং) এরপর হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকে নিশ্যই আমি তার বেলায় পরম ক্ষমাশীল।’

৮৪। ‘আর হে মূসা! তোমাকে কিসে তোমার জাতির কাছ থেকে তাড়াহড়া করে চলে আসতে বাধ্য করেছে?’

দেখুন : ক. ১০৯১; ২৬৯১ খ. ২৪৫১; ১৪৪৭; ৪৪৯১-৩২ গ. ১৯৯৩০; ২০৯১৩; ২৮৯৩১; ৭৯১৭ ঘ. ২৪৫৮; ৭৯১৬১ ঙ. ৩৯১৩৬; ৩৯৯৫৪।

১৮৩৯। ইসরাইলীরা অতি দীর্ঘকাল যাবৎ ফেরাউনদের অত্যাচারে শৃংখলাবদ্ধ থাকার পরিণতিতে পুরুষোচিত ঐ সকল গুণ হারিয়ে বসেছিল যা একটি জাতিকে পরিশৰ্মী, নিঃকিং এবং শৌর্যপূর্ণ করে তোলে। ঐশী পরিকল্পনানুযায়ী তাদের জন্য কেনান জয় করে রাজত্ব করা নির্ধারিত ছিল। অতএব হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে মিশরের বাইরে নিয়ে আসার পর তাদেরকে সিনাই অঞ্চলের রৌদ্রদন্ড অনুর্বর অঞ্চলে বাস করতে হয়েছিল যাতে তারা উচ্চুক্ত ও কষ্টসাধ্য জীবন যাপনে অভ্যন্ত হয়ে উঠে এবং এইরূপে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য অন্য অত্যাবশ্যক গুণাবলী ও যোগ্যতা অর্জন করে তারা উন্নতি করতে পারে। কিন্তু সুনীর্ধ কাল দাসত্ব বন্ধনে থেকে তারা সর্বপ্রকার উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল এবং অস্বাভাবিক অননুদীপক এবং নিষ্ঠেজ জীবনে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় তারা যখন দেখলো, মরুভূমি ও নির্জন প্রান্তরে তাদেরকে বাস করতে হবে, যেখানে জীবনের কোন সুখসুবিধা পাওয়ার কোন অবস্থা ছিল না, এমনকি খাদ্যের অভাব ছিল, তখন তারা আতঙ্কিত ও অস্ত্রিত হয়ে উত্তেজিত হলো। তারা মূসা (আঃ) এর সঙ্গে এই বলে কলহে লিঙ্গ হয়েছিল, “হায় হায়! আমরা মিশর দেশে সদাপ্রভুর হস্তে কেন মরি নাই? তখন মাংসের হাঁড়ির কাছে বসিতাম, তৃষ্ণি পর্যন্ত ঝটি ভোজন করিতাম। তোমরা তো এই সমস্ত সমাজকে ক্ষুধায় মারিয়া ফেলিতে আমাদিগকে বাহির করিয়া এই প্রান্তরে আনিয়াছ (যাত্রা-১৬৩৩)।” আল্লাহ তাআলা তাদের বিড়বিড়ানি শুনলেন এবং এই অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে বলবার জন্য মূসা (আঃ)কে আদেশ করলেনঃ ‘আমি ইসরাইল সন্তানদের বচসা শুনিয়াছি, তুমি তাদেরকে বল, সায়ং কালে তোমরা মাংস ভোজন করিবে ও প্রাতঃকালে অন্যে তৃষ্ণ হইবে, তখন জানিতে পারিবে যে আমি সদাপ্রভু, তোমাদের ঈশ্বর।’ ঐশী প্রতিশ্রুতি কীভাবে পূর্ণ হয়েছিল তা বাইবেলে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে (যাত্রা পুস্তক-১৬১২-১৫, আরো দেখুন টীকা ৯৮ এবং ৯৯)।

১৮৪০। ১৮৩৯ টীকা দ্রষ্টব্য।

فَأَنْبَغَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَقَشَّيْهُمْ
مِّنَ الْيَمِّ مَاعِشَيْهِمْ^(১)

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هُدِيَ^(২)

يَسْتَعْنِي إِشْرَاءِ يَلَّا قَذَ أَنْجَيْنِكُمْ قَنْ
عَدْدُهُ كُمْ وَ دَعْدُنِكُمْ جَانِبَ الطُّورِ
أَلَّا يَمَنَ وَ نَزَّلَنَا عَلَيْنِكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوَى^(৩)

كُلُّوْمَنْ طَيْبَتِ مَا رَزَقْنِكُمْ وَ لَا تَطْغَوْ
فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْنِكُمْ غَضَبِيْهِ وَ مَنْ يَخْلِلْ
عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هُوَ^(৪)

وَ إِنِّي لَتَفَارِيْمَنْ تَابَ وَ أَمَنَ وَ عَمِلَ
صَالِحَاتِمَاهَتَدِي^(৫)

وَ مَا آغْلَكَتْ عَنْ قَوْمَكَ يَمْوَسِي^(৬)

★ ৮৫। সে বললো, ‘তারা আমার পদাক্ষ অনুসরণ করে চলেছে এবং হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি যেন তুমি সন্তুষ্ট হও।’

৮৬। তিনি বললেন, ‘আমরা নিশ্চয় তোমার জাতিকে তোমার অনুপস্থিতিতে এক পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামেরী^{১৮৪১} তাদের বিপথগামী করেছে।’

৮৭। এতে *মুসা ভীষণ রাগ (ও) আক্ষেপ নিয়ে তার জাতির কাছে ফিরে গেল। সে বললো, ‘হে আমার জাতি! তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক সদয় প্রতিশ্রূতি দেননি! তাহলে তোমাদের জন্য কি অঙ্গীকারের মেয়াদ খুব দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল অথবা তোমরা কি এটাই চেয়েছিলে যে তোমাদের ওপর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ক্রোধ নেমে আসুক? সুতরাং তোমরা আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ।’

৮৮। তারা বললো, ‘তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার আমরা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। তবে আমাদের ওপর (ফেরাউনের) জাতির অলংকারাদির^{১৮৪২} বোৰা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আমরা তা নামিয়ে ফেলেছি। আর এভাবে সামেরী (আমাদেরকে প্রতারণার ফাঁদে) ফেলেছিল।’

★ ৮৯। এরপর সে তাদের জন্য *একটি বাছুর তৈরী করেছিল। এটা ছিল একটি দেহ মাত্র যা হাত্বা ধ্বনি করতো। তখন তারা (অর্থাৎ সামেরী ও তার সাথীরা) বললো, ‘এটা তোমাদেরও উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য^{১৮৪৩}। কিন্তু সে (তোমাদের কাছে এর উল্লেখ করতে) ভুলে গিয়েছিল।’

দেখুন : ক. ৭১১৪৯ খ. ৭১১৫১ গ. ২৪৫২, ৯৩; ৪১৫৪; ৭১৪৯।

১৮৪১। ‘সামিরাহ্ত’ (সামারিটান) থেকে ‘সামিরী’ বিশেষ্যপদ হতে পারে। ‘সামিরাহ্ত’ ইসরাইল বংশীয় একটি গোত্র বলে কথিত অথবা ইহুদীদের একটি সম্প্রদায়। খুব সম্ভব তারা ‘সামারিয়াহ্র’ অধিবাসী ছিল। সামিরী নামটি এখন নাবলুসে বসবাকারী ছেট একটি উপজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তারা নিজেদেরকে ‘বেনি ইজরাইয়েল’ (Benyisrael) বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। স্পষ্ট স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বা দল হিসাবে তাদের ইতিহাসের সূচনা হয় ৭২২ খৃঃ পূর্বাব্দে, আসিরিয়ান কর্তৃক সামারিয়াহ্র দখল করে দেয়ার সময় থেকে (লেইন এবং যিউ এনসাইক্লোপিডিকে)।

১৮৪২। এই আয়তে করীমায় বলা হয়েছে, মিশরীয়রা স্বেচ্ছায় মণি-মুক্তা-খচিত স্বর্ণ-রৌপ্য ইসরাইলীদেরকে প্রদান করেছিল। অথচ বাইবেল বলে, তারা মিশরীয়দের গহণাপত্র সম্পূর্ণ লুঝন করেছিল (যাত্রা পুস্তক-১২৪৩৬)। কিন্তু সাধারণত অন্যান্য ঘটনার মত এই বিষয়েও বাইবেল স্বিভাবিতা করেছে। অন্য এক স্থানে (যাত্রা পুস্তক-১২৪৩৩) বলা হয়েছে, মিশরীয়দের নিজেরাই ইসরাইলীদেরকে গহণাপত্র দিয়ে নাহোড়বান্দার মত অনুরোধ করেছিল, অন্তিবিলম্বে তাদের মিশর ত্যাগ করা উচিত। যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান কুরআনের বর্ণনাকেই সমর্থন করে।

১৮৪৩। ইসরাইলীরা এক দীর্ঘ সময় দাসত্ববন্ধনে মিশরে অতিবাহিত করেছিল। এর ফলে তারা নিজেদের জীবনের চালচলনে এবং ধর্মীয় আচার-আচরণে তাদের গরুপূজারী মিশরীয় শাসকদের অনেক বীতনীতি গ্রহণ করেছিল (এনসাইক, রিল, এন্ড এথের, ১ম খণ্ড, ৫০৭)

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰ آثَرِيٍّ وَعَجِلْتُ رَايْنَكَ
رَبِّ لِتَزْضِي^(*)

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمًا مِنْ بَغْدَادِ
وَأَصْلَهُمُ السَّامِرِيُّ^(*)

فَرَجَمَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ
آيْفَاءَ قَالَ يَقُولُمْ أَلْمَ يَوْذَكْمَ
رَبْ تُكْفَرَ وَغَدَا حَسَنًا هَأْفَطَكَ عَلَيْنَكَمْ
الْعَمَدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَجْلِلَ عَلَيْنَكَمْ
غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ
مَوْعِدِي^(*)

قَاتُوا مَا آخْلَفْتَنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِئِنَا
وَلِكَنَا حَيْتَنَا أَوْزَارًا مِنْ زِيَّنَةِ الْقَوْمِ
فَقَدْ فَنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ^(*)

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ
فَقَاتُوا هَذَا رَبْلَمْكَمَدَ رَالَهُ مُوسَىٰ
فَنَسِيَ^(*)

৯০। তবে কি তারা দেখতে পায়নি, এটা তাদের কোন কথার
[১৩] উত্তর দেয় না^{১৮৪৪} এবং তাদের কোন অপকার করার ও
১৩ উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না?

৯১। অথচ হারুন (মুসার প্রত্যাবর্তনের) পূর্বেই তাদের
বলেছিল, ‘হে আমার জাতি! এ (বাছুরের) মাধ্যমে নিশ্চয়
তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর নিশ্চয় তোমাদের
প্রভু-প্রতিপালক হলেন ‘রহমান’ (অর্থাৎ পরম করুণাময়,
অ্যাচিত-অসীম দানকারী)। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ
কর এবং আমার আদেশ মান্য কর^{১৮৪৫}।’

৯২। তারা বলেছিল, ‘মুসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা
পর্যন্ত আমরা অবশ্যই এর সামনে বসে থাকবো।’

৯৩। সে (অর্থাৎ মুসা) বললো, ‘হে হারুন! তুমি যখন এদের
বিপথগামী হতে দেখছিলে তখন কিসে তোমাকে বারণ
করেছিল

৯৪। যে, তুমি আমাকে অনুসরণ না কর? তাহলে তুমি কি
আমার আদেশ অমান্য করলে?’

★ ৯৫। সে (অর্থাৎ হারুন) বললো, ‘হে আমার মাঝের পেটের
ভাই! তুমি আমার দাঢ়ি ও আমার মাথার চুল ধরো না। আমি
ভয় পাচ্ছিলাম তুমি না আবার বলে বস, তুমি বনী ইসরাইলের
মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার সিদ্ধান্তের অপক্ষা
করনি’★।

দেখুন : ক. ৭১৫১।

পৃষ্ঠা)। এই কারণে গরুর প্রতি তাদের বিশেষ আসক্তি জন্মেছিল এবং হ্যরত মুসা (আঃ) এর অনুপস্থিতির সুযোগে সামরী তাদেরকে
গরুর উপাসনা করতে উদ্বৃদ্ধ করেছিল।

১৮৪৪। গো-বৎসরপে প্রতিমা নিরীক্ষক ও অলীক হওয়ার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। কারণ ওটা তার সেবাদাসদের সাথে কথা বলতে পারে
না। উপাসনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেয় না যে, এমন খোদায় (দেবমূর্তী) লাভ কী (২১৯৬৬-৬৭)? সে তো একটি গাছের গুঁড়ির মতই
অসাড়। জীবনহীন উপাস্য এবং জীবন্ত উপাস্যের মধ্যে প্রভেদ হলো, জীবন্ত উপাস্য তাঁর দাসদের সাথে কথা বলেন ও তাদের কাতর
প্রার্থনা শোনেন, পক্ষান্তরে অপরাটি তেমন কিছুই করতে পারে না। ইসলাম ধর্মের আল্লাহ তাঁর ইবাদতকারীদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ
করেননি। তিনি এখনো তাঁর সাধক ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে থাকেন, যেন্নপ হ্যরত আদম, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা (আঃ) এবং নবী করীম
মুহাম্মদ (সাঃ) এর সঙ্গে বলতেন। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলার এই জুলান্ত নির্দর্শনের যেন্নপে পূর্বে প্রয়োজন ছিল সেরপে এখনো
আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অতএব তাঁর বান্দাদের সাথে অনন্তকাল পর্যন্ত তিনি কথা বলতে করতে থাকবেন।

১৮৪৫। কুরআন এখানে বাইবেলকে অঙ্গীকার করেছে এবং ইসরাইলীদের উপাসনার জন্য ধাতুগলিত গো-বৎস বানিয়ে দেয়ার অভিযোগ
থেকে হ্যরত হারুন (আঃ)কে নির্দোষ প্রতিপন্থ করেছে (যাত্রা পুষ্টক-৩২৪৪)। এতে বলা হয়েছে, হ্যরত হারুন (আঃ) তাদের জন্য
গো-বৎস তৈয়ার করাননি। উপরন্ত তিনি তাদেরকে তার উপাসনা করতে নিষেধ করেছিলেন যা সামরী তাদের জন্য প্রস্তুত করেছিল।
এই অভিযোগ খৃষ্টান লেখকরা নিজেরাই ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে (এনসাইক ব্রিট, ‘দি গোল্ডেন কাফ’ অধ্যায়)।

★ চিহ্নিত টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا يَزِجُّعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَ
كَيْمَلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا تَفْعَلُ^৪

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلٍ
يَقُولُمْ رَأَيْمَا فَيُتَشَتَّمُ بِهِ وَرَأَيْ رَبَّكُمْ
الرَّحْمَنُ فَإِذَا تَبَيَّعُوْنِي وَأَطْبَعُوْنِي أَمْرِي^৫

قَاتُواْنَ تَبَرَّحَ عَلَيْهِ عَكِيفَيْنَ حَتَّىٰ
يَزِجُّعَ إِلَيْنَا مُؤْسِي^৬

قَالَ يَهْرُونُ مَا مَنَعَكَ لَذِ رَأَيْتَهُمْ
ضَلُّوا^৭

آلَّا تَتَبَعِّنِي مَا آفَعَصَيْتَ آمْرِي^৮

قَالَ يَبْنَوْمَ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا يَرَأْسِي
إِنِي خَيْشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ
بَرَّنِي رَشَاءِيْلَ وَلَمْ تَرْقِبْ قَوْلِي^৯

৯৬। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, ‘হে সামেরী! তাহলে তোমার কী বলার আছে^{১৮৪৬}?’

৯৭। সে বললো, ‘আমি সেই বিষয় জেনে শিয়েছিলাম, যা এরা জানতে পারেন^{১৮৪৭}। তাই আমি এ রসূলের (অর্থাৎ মূসার) শিক্ষা থেকে কিছুটা গ্রহণ করেছিলাম। এরপর আমি তা পরিত্যাগ করলাম এবং আমার অন্তর এভাবে আমাকে (তা) সুন্দর করে দেখিয়েছিল’★।

৯৮। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, “অতএব তুমি চলে যাও। নিশ্চয় তোমাকে সারা জীবন এ কথাটি বলতে হবে, ‘আমাকে কখনো স্পর্শ করো না^{১৮৪৮}।’ আর নিশ্চয় তোমার জন্য (শাস্তির) একটি নির্ধারিত সময়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এর ব্যতিক্রম তোমার সাথে কখনো করা হবে না। আর তোমার সেই উপাস্যের দিকে তাকাও, যার সামনে (উপাসনায়) তুমি বসে থাকতে। আমরা অবশ্যই এটিকে পুড়িয়ে (ভস্থ করে) দিব। এরপর অবশ্যই এটাকে সাগরে ছিটিয়ে দিব★।

৯৯। ‘নিশ্চয় তোমাদের একমাত্র উপাস্য আল্লাহই। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি সবকিছুকে (তাঁর) জ্ঞান দিয়ে ঘিরে রেখেছেন।’

১০০। এভাবেই আমরা তোমার সামনে সেইসব সংবাদের কিছু বর্ণনা করছি, যা গত হয়ে গেছে। আর আমরা তোমাকে আমাদের কাছ থেকে উপদেশবাণী (অর্থাৎ কুরআন) দান করেছি।

★[‘তুমি আমার দাঢ়ি ও আমার মাথার চুল ধরো না’-এ অভিব্যক্তি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এর সহজসরল অর্থ হলো, আমাকে অপমানিত করো না। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৮৪৬। ‘খাতবুন’ অর্থ, উদ্দেশ্য, মতলব, ঘটনা বা অজুহাত বা ওজর, বিষয়, ব্যাপার ইত্যাদি (লেইন)। সম্পূর্ণ আয়াতের অর্থ ‘তোমার বক্তব্য কী?’

১৮৪৭। এই উক্তির অর্থ এরূপও হতে পারে, ‘আমার মানসিক চেতনা ইসরাইলীদের চাইতে স্পষ্টতর ছিল।’ সামিনী বলতে চেয়েছে, সে হ্যারত মূসা (আঃ)কে অনুসরণ করেছিল এবং তাঁর শিক্ষা বুদ্ধিমত্তার সাথে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের মত অন্ধভাবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু মূসা (আঃ) যখন সিনাই পর্বতে শিয়েছিলেন তখন সে উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কোশলের খোলসাটি পরিত্যাগ করেছিল এবং তাঁর শিক্ষার সামান্যতম যা গ্রহণ করেছিল তাও পরিহার করেছিল (‘আসার’ শব্দের মর্ম, পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসা বা পাওয়া জগনের অবশিষ্ট অর্থাৎ পূর্ব-বংশীয় শিক্ষা) এবং ওতেই তার মন সায় দিয়েছিল।

★সামেরী তার অজুহাত এভাবে উপস্থাপন করলো, ‘ন্যুওয়েত সম্পর্কে আমার উপলব্ধি হলো, এটা এক চালাকী। এজন্য আমি এটা পরিত্যাগ করলাম। আর আমার অন্তর আমার এ কাজকে সুন্দর করে দেখিয়েছিল।’ (হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৯৪৮। ‘আমাকে কখনো স্পর্শ করোনা’ এই উক্তির মর্ম হতে পারেঃ (ক) ইসরাইলীদেরকে গো-বৎসের উপাসনা করতে বিভ্রান্ত করার জন্য সামিনীকে সক্রিয়ভাবে সামাজিক ব্যকট বা একঘরে করার কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছিল, (খ) ছোঁয়াচে চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে নিদারূণ দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল, যে কারণে লোকেরা তার সংশ্রেষ্ণ এড়িয়ে চলত, (গ) সে অমূলক আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া স্নায়বিক রোগ বিশেষে (Hypochondria) ভুগেছিল, ফলে সে মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করেছিল।

قَالَ فَمَا حَطَبْتَ يُسَأِّمِي^④

قَالَ بَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا إِنْ
فَقَبَضْتُ قَبْصَةً مِنْ آثَرِ الرَّسُولِ
فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي تَفْسِي^⑤

قَالَ فَإِذْهَبْ فَإِنَّكَ فِي الْحَيَاةِ آنَّ
تَقُولَ كَمْ مِسَاسَ مَوْلَانِكَ مَوْعِدَ الْآنَ
يُخْلَفَهُ وَإِنْظُرْ إِلَى إِلَهَكَ الَّذِي طَلَّ
عَلَيْهِ عَارِفًا لَنْجَرِقَنَّ شَمَّ لَتَشِفَتَهُ
فِي الْيَوْمِ نَسْفًا^⑥

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَسِيمَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا^⑦

كَذَلِكَ تَقْضِي عَلَيْنِكَ مِنْ آنِبَاءِ تَقْدِ
سَبِيقَ وَقَدْ أَتَيْنِكَ مِنْ لَدُنْ تَاذِكْرًا^⑧

১০১। ক্ষে কেউ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে সে নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে এক মন্ত বড় বোৰা বহন করবে।

১০২। এ (অবস্থায়) তারা দীর্ঘকাল থাকবে। আর কিয়ামত দিবসে তাদের জন্য এ বোৰা খুবই মন্দ (সাব্যস্ত) হবে,

১০৩। যেদিন খণ্ডিগায় ফুঁ দেয়া হবে। আর সেদিন আমরা অপরাধীদেরকে একত্র করবো (যাদের অধিকাংশ) নীল চক্ষুবিশিষ্ট^{১৮৪৯} হবে।

১০৪। তারা পরম্পর চুপিসারে বলাবলি করবে, ‘তোমরাতো কেবল দশ (দিন) অবস্থান করেছ’^{১৮৫০}★।

^৫
[১৫] ১০৫। তারা যা বলবে তা আমরা ভাল করেই জানি (অর্থাৎ)
^{১৪} যখন তাদের মাঝে সবচেয়ে ভাল পথ অবলম্বনকারী ব্যক্তি
বলবে, ^{১৮৫০-ক}‘তোমরা কেবল এক দিনই অবস্থান করেছ।’

১০৬। আর ^গতারা তোমাকে পাহাড়পর্বত সম্পর্কে^{১৮৫১} জিজেস করে। তুমি বল, ‘আমার প্রভু-প্রতিপালক এগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন

১০৭। এবং এগুলোকে তিনি (এমন) নিষ্ফলা ভূমিতে পরিণত করে ছাড়বেন

১০৮। (যে) তুমি এতে কোন বক্রতা দেখবে না এবং কোন উচ্চতাও দেখবে না’^{১৮৫২}।

দেখুন : ক. ১৮৪১০২; ৪৩৪৩৭; ৭২৪১৮ খ. ১৮৪১০০; ২৭৪৮; ৩৬৪৫২; ৭৮৪১৯ গ. ৫৬৪৬; ৭০৪১০; ১০১৪৬।

★ [হ্যরত মূসা (আ):] সামেরীর অপকর্মের শাস্তি হিসেবে তাকে বললেন, ‘নিশ্চয় তোমাকে সারা জীবন বলতে হবে, ‘আমাকে কখনো স্পর্শ করো না।’ এথেকে বুঝা যায়, সে কৃষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। আর মানুষকে তার এ রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য সে নিজেই চিকিরণ করে বলতো, আমার কাছে এসো না এবং আমাকে স্পর্শ করো না। ইউরোপে কৃষ্ট রোগীদের গলায় ঘটা বেঁধে পথ চলার জন্য আদেশ দেয়া হতো যাতে পথচারীরা বুবাতে পারে কৃষ্ট রোগী যাছে। ইউরোপে এ রীতি গত শতাব্দী পর্যন্ত বলবৎ ছিল। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করামে প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

১৮৪৯। এই আয়াতে পরোক্ষভাবে উল্লেখিত বিষয় হচ্ছেং পাঞ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিসমূহ যারা নীল চক্ষু বিশিষ্ট তাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু অঙ্ক এবং তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি দারুণ ঘৃণা পোষণ করে থাকে।

১৮৫০। ‘দশ (দিন)’ বলতে এখানে দশ শতাব্দী বুঝায়। উল্লেখিত দশ শতাব্দী হিজরতের পরের দশ শতবর্ষের প্রতি ইঙ্গিত করছে, যে সময় ইউরোপের জাতিগুলো প্রায় সম্পূর্ণ সৃষ্টাবস্থায় ছিল। প্রায় ৭ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে হ্যরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর মিশন প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন। এর প্রায় এক হাজার বৎসর পরে অর্থাৎ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপের জাতিসমূহ জড়তা কাটিয়ে বের হয়ে আসে এবং পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে এবং তা জয় করে।

★ [তারা কিয়ামত দিবসে তাদের পার্থিব বিজয় অনেক দেরীতে ও দুর থেকে দেখতে থাকবে। তা দেখে তারা নিজেদের মাঝে বলাবলি করবে, তাদের প্রাধান্য দশের বেশি ছিল না। এতে দশ শতাব্দী বুঝায় অর্থাৎ হাজার বছরের বেশি। খৃষ্টানদের প্রাধান্যের ইতিহাস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়, তারা হাজার বছরের প্রাধান্য লাভ করেছিল। হ্যরত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রারম্ভিক তিন শতাব্দীর পরে পাঞ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলোর প্রায় এক হাজার বছরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আর এরপর তাদের পতনের লক্ষণাবলী সূচিত হয়। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করামে প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

১৮৫০-ক। ‘তারীকাতুল কাওম’ অর্থাৎ জাতির উত্তম এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ (আকরাব)। ‘ইয়াওম’ এর তাৎপর্য এখানে এক হাজার বৎসর, যেমন ২২৪৮ আয়াতে উল্লেখিত এবং পূর্ববর্তী আয়াতের দশ দিনের সমান, অর্থাৎ দশ শতাব্দী বা এক হাজার বৎসর। ‘ইয়াওম’

১৮৫০-ক চীকার অবশিষ্টাংশ এবং ১৮৫১ ও ১৮৫২ চীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

مَنْ أَغْرَصَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَتَحْمِلُ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ وَذَرَا^{١٧}

خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
جَمِلاً^{١٨}

يَوْمَ يُنَفَّخُ فِي الصُّورِ وَنَخْشُرُ الْمُجْرِمِينَ
يَوْمَ مُبْعَذِرْزَقًا^{١٩}

يَتَحَمَّلُ قَوْنَ بَيْنَهُمْ لَا لِيُشْتَمِّ لَا
عَشْرَ^{٢٠}

تَخْنُ آغْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ
أَمْثَهْمَ طَرِيقَةً لَا لِيُشْتَمِّ لَا يَوْمَاً^{٢١}
وَيَسْلُوكَنَّكَ عَنِ الْجَبَلِ فَقُلْ يَسِيفَهَا رَبِّي
نَسْفَاً^{٢٢}

فَيَذْرَهَا قَاعًا صَفَصَفَّا^{٢٣}

لَا تَرَى فِيهَا عَوْجَأَ لَا آمِنَّا^{٢٤}

★ ১০৯। সেদিন তারা সেই আহ্বানকারীর^{১৪০০} অনুসরণ করবে, যে (ন্যায়পরায়ণ এবং) যার মাঝে কোন বক্রতা নেই। আর ‘রহমান’ (আল্লাহর) সামনে সব কষ্টস্বর ক্ষীণ হয়ে যাবে। তখন তুমি চাপা পদ্ধতিনি ছাড়া কিছুই শুনবে না।

১১০। সেদিন কারো জন্য সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। তবে যার সম্পর্কে ‘রহমান’ (আল্লাহ) অনুমতি দিবেন এবং যার পক্ষে কথা বলা তিনি পছন্দ করবেন (তার কথা ভিন্ন)।

১১১। *যা-ই তাদের সামনে আছে এবং যা-ই তাদের পিছনে আছে (সবই) তিনি জানেন^{১৪০৪}। কিন্তু তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে তাঁর নাগাল পাবে না।

১১২। আর (সেদিন) চিরঞ্জীব-জীবন্দাতা ও চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতার সামনে নেতারা^{১৪০৪}-ক অবনত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি যুলুমের কোন বোৰা বহন করবে সে অবশ্যই বিফল হবে।

১১৩। আর *মুমিন হওয়া অবস্থায় যে (ব্যক্তি) সৎকাজ করে থাকবে সে (তার ওপর) কোন যুলুমের বা (তার কোন) অধিকার হরণের ভয় করবে না।

★ ১১৪। আর এরপে *আমরা একে অতি প্রাঞ্জল ও সমৃদ্ধ কুরআনরপে অবর্তীর্ণ করেছি। আর আমরা এতে নিশ্চিত সব সতর্কবাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যেন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে অথবা এ (কুরআন) যেন তাদের মাঝে (আল্লাহকে) স্মরণ করার (প্রেরণা) সৃষ্টি করে।

১১৫। *অতএব প্রকৃত অধিপতি আল্লাহ অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আর (কুরআনের) ওহী তোমার কাছে সম্পূর্ণ করে দেয়ার পূর্বে তুমি কুরআন (পাঠের) ব্যাপারে তাড়াভুঠ করো না এবং একথা বলতে থাক, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও’^{১৪০৫}।

দ্ব্যূন : ক. ২১:২৯; ৭৮:৩১ খ. ২৪:৫৬; ২১:২৯ গ. ১০:১০; ১৬:৯৮; ২১:৯৫ ঘ. ৪২:৮; ৪৩:৪; ৪৬:১৩ ঙ. ২৩:১১৭।

দ্বারা ক্ষেত্র বিশেষে যামানা এবং সময়ও বুঝায়। সেক্ষেত্রে ‘ইয়াওম’ শব্দ দ্বারা এই অর্থ বুঝাবে, কাফিররা যখন ঐশ্বী আয়াবে নিপত্তি হবে তখন বলবে, তাদের উন্নতি এবং অগ্রগতির সময় মাত্র একদিন ছিল অর্থাৎ স্বপ্নকাল স্থায়ী ছিল।

১৪৫। ‘আল জিবাল’ (অর্থ-পর্বতগুলো) শব্দ দ্বারা এখানে পাশ্চাত্যের শক্তিধর খৃষ্টান জাতিগুলোকে ইশারা করেছে। এই আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী তাদের সম্পূর্ণ ধর্মস সম্পর্কে প্রযোজ্য। পাশ্চাত্যের পতন পূর্বাহ্নেই আরম্ভ হয়েছে। বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধ তাকে ভীষণভাবে দুর্বল করে ফেলেছে (স্পেন্সার এর “দি ডিক্রাইন অব দি ওয়েষ্ট” এবং টয়েনবির “এ স্টাডি অব ইস্টেরি”)। আরও দ্রষ্টব্য ১৬৬৬ টাকা।

১৪৫২। পরোক্ষভাবে উল্লেখিত বিষয়টি মনে হয় সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের উত্থান সম্পর্কিত যখন বিশাল এবং ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্যগুলো ওদের স্বাতের মুখে ভেসে যাবে তখন মানব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রায় একই লেভেলে চলে যাবে।

১৪৫৩। ইসলামের পরিত্র নবী (সা:) কে বুঝাচ্ছে।

১৪৫৪, ১৪৫৪-ক, ১৪৫৫ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يَوْمَئِذٍ يَتَبَيَّنُونَ الدَّاعِيَ لَأَعْوَجَ لَهُ وَ
خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ
إِلَّا هَمْسًا^(১)

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذْنَ
لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا^(২)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُجِنِّطُونَ بِهِ عِلْمًا^(৩)

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحِيَقَيْوِمِ وَقَدْ حَابَ
مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا^(৪)

وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصِّلَاحِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يَخْفَ ظُلْمًا وَلَا هَمْسًا^(৫)

وَكَذَلِكَ آتَىَنَاهُ قُرْآنًا عَرِيبًا وَ
صَرَفْتَا فِينَهُ وَمَنْ الْوَعِيدُ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ أَذْيَمِدُثْ لَهُمْ ذَخْرًا^(৬)

فَتَعْلَمَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ
بِالْقُرْآنِ وَمَنْ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ
وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زَادَنِي عِلْمًا^(৭)

১১৬। আর নিশ্চয় আমরা এর পূর্বে আদমের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল। আর [১১] (এটা ভঙ্গ করার) কোন সংকল্প আমরা^{১৮৫৬} তার মাঝে দেখতে ১৫ পাইনি।

وَلَقَدْ عِمِّذَنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَتَسَيَّرَ
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا^{১১}

১১৭। (শ্঵রণ কর) *আমরা যখন ফিরিশ্তাদের বলেছিলাম, ‘তোমরা আদমের জন্য সিজদাবনত হও’ তখন ইবলীস ছাড়া তারা সবাই সিজদা করলো। সে অমান্য করলো।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلِئَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إِلَّا إِبْلِيسٌ لَّا^{১১}

১১৮। তখন আমরা বললাম, ‘হে আদম! *নিশ্চয় এ (ইবলীস) হলো তোমার ও তোমার স্ত্রীর শক্র। সুতরাং সে যেন এ বাগান^{১৮৫৭} থেকে তোমাদের কথনো বের করে না দেয়। নতুবা তুমি দুঃখকষ্টে পড়বে।

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذَابٌ لَّكَ وَ
لِزَوْجِكَ فَلَا يَخْرُجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشْفَعُ^{১১}

১১৯। নিশ্চয় তোমার জন্য নির্ধারিত রয়েছে যেন এতে তুমি ক্ষুধার্ত না থাক এবং উলঙ্গ না থাক

إِنَّ لَكَ آلَّا تَجُنُّ عَرْفِينَهَا وَلَا تَفْرِي^{১১}

১২০। এবং তুমি এতে যেন পিপাসার্ত না থাক এবং রোদেও না পোড়^{১৮৫৮}।

وَأَنْكَ لَا تَظْمَأُ أَفِينَهَا وَلَا تَضْحَى^{১১}

দেখুন : ক. ২৩৩৫; ৭৮১২-১৩; ১৫৪২৭-৩৪; ১৭৯৬২; ১৮৪৫১; ৩৬৪৭২-৭৫ খ. ৭৪২৩; ১৮৪৫১।

১৮৫৪। ‘যা-ই তাদের পিছনে আছে’ শব্দসমূহ দ্বারা তাদের অতীতে সম্পাদিত উভয় কার্যাবলী বুঝায়, এবং ‘যা-ই তাদের সামনে আছে’ শব্দগুলো দ্বারা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ কৃতকার্যতা অর্জন করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বুঝায়।

১৮৫৪-ক। ‘উজ্জ্বল’ অর্থ বড় বড় নেতৃবৃন্দ (আকবাব)।

১৮৫৫। হ্যরত নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ‘জান অবেষণ কর যদি সুদূর চীন দেশেও যেতে হয়, (সগীর; ১ম খণ্ড)। কুরআন মজীদের অন্যত্র বলা হয়েছে, জান আল্লাহু তাআলার মহান অনুগ্রহ (২৪২৭০ এবং ৪৪১১৪)। জান দুপ্রকার : (ক) যে জান ওহী-ইলহাম দ্বারা বিশেষ অনুগ্রহ করে মানবকে প্রদান করা হয়েছে, (খ) যে জান মানুষ নিজ প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের দ্বারা অর্জন করে।

১৮৫৬। আয়াতটি প্রতিপন্ন করে, হ্যরত আদম (আঃ) এর বিচ্ছিন্ন ছিল মাত্র মূল্যায়ন বা বিচারের ক্রটি। এটা অনিচ্ছাকৃত ছিল এবং আদৌ স্বেচ্ছাকৃত ছিল না। ভুল মানুষেরই হয়।

১৮৫৭। হ্যরত আদমকে সতর্ক করা হয়েছে, ইবলিসের চাটুবাকে যদি তুমি লোভের বশবর্তী হও এবং তার কথা গ্রহণ কর তাহলে তুমি জাল্লাত থেকে বঞ্চিত হবে। ‘আল্ জাল্লাত’ অর্থ পরম সুখ এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তির জীবন যা তিনি ইতোপূর্বে ভোগ করেছিলেন।

১৮৫৮। তফসীরাধীন এবং পূর্ববর্তী আয়াতের ইঙ্গিত বোধ হয় সভা জীবনের সুযোগ সুবিধা ও আরাম উপভোগের আনুসঙ্গিক উপকরণসমূহের প্রতি করা হয়েছে। উক্ত দুআয়াত এই বাস্তব সত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করছে, মানুষের জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র এবং আশ্রয় বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যে কোন সভ্য সরকারের প্রথম কর্তব্য এবং কোন সমাজকে কেবল তখনই সভ্য সমাজ বলা যায় যখন তার অধীনে সকল লোক এই চাহিদাগুলো পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হয়। মানবজাতি ততক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক আন্দোলনে অশান্তিতে ভুগতে থাকবে এবং মানব সমাজে নৈতিক ও চারিত্বিক বৈশিষ্ট্যের অক্ষত্রিম উন্নতি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না একপ গুরুতর অর্থনৈতিক অসমতা, যেমন সমাজের এক শ্রেণীর লোক সম্পদে গড়াগড়ি করে এবং অন্যরা অনাহারে মৃত্যুবরণ করে, এই অবস্থার অবসান করা হয়। এখানে হ্যরত আদম (আঃ)কে বলা হয়েছে তিনি এমন একস্থানে বসবাস করবেন যেখানে জীবনের সকল প্রয়োজন এবং সকল সুখসুবিধা তার বাসিন্দাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে। এই অবস্থা কুরআন করীমের অন্যত্র এইভাবে বর্ণিত হয়েছে, ‘এবং তা থেকে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা ত্ত্বিত সাথে আহার কর’ (২-৩৬)। তফসীরাধীন আয়াতেও প্রতীয়মান হয়, হ্যরত আদম (আঃ) এর সময় থেকে এক নৃতন সমাজ ব্যবস্থা আরম্ভ হয়েছিল এবং তিনি এক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যা মানবজাতির সামাজিক অগ্রগতির পথ দেখিয়েছিল।

১২১। কিন্তু খণ্ডতান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বললো, ‘হে আদম! আমি কি তোমাকে এক চিরস্তন বৃক্ষ^{১৮৫৯} সম্পর্কে অবগত করবো এবং এমন রাজত্ব সম্পর্কে (অবগত করবো), যা কখনো লয়প্রাপ্ত হবে না?’

★ ১২২। এরপর তারা উভয়ে তা থেকে খেল। অতএব তাদের সহজাত দুর্বলতা তাদের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেল^{১৮৬০}। সুতরাং তারা বাগানের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকতে শুরু করলো^{১৮৬১}। আর আদম তার প্রভু-প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলো এবং পথ থেকে ভ্রষ্ট হলো।

১২৩। এরপর তার প্রভু-প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন^{১৮৬২}। আর তিনি তার গতওবা গ্রহণ করলেন এবং (তাকে) সঠিক পথ দেখালেন।

১২৪। তিনি বললেন, ‘তোমরা উভয়ে সকল (সঙ্গীসাথী খ-সহ)^{১৮৬৩} এখান থেকে চলে যাও। (কেননা) তোমরা একে অন্যের শক্র হয়ে গেছ। এরপর আমার পক্ষ থেকে যদি তোমাদের কাছে পথনির্দেশনা আসে তাহলে যে (ব্যক্তি) আমার পথনির্দেশনা অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুঃখকষ্টেও পড়বে না।

দেখুন ৪ ক. ২৯৩৭; ৭৪২১ খ. ৭৪২৩; ২০৪১২২ গ. ২৯৩৮ ঘ. ২৯৩৭, ৩৯; ৭৪২৫।

১৮৫৯। ‘চিরস্তন বৃক্ষ’ নামে কোন বৃক্ষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। কুরআন করীমের বর্তমান আয়াতে এবং এর অন্যত্র উল্লেখিত ‘এই বৃক্ষ’ ছিল বিশেষ একটি পরিবার বা গোত্র যা থেকে হ্যরত আদম (আঃ)কে পৃথক হয়ে দূরে থাকতে ঐশ্বী নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কারণ তার লোকেরা তাঁর শক্র ছিল।

১৮৬০। হ্যরত আদম (আঃ) কর্তৃক শয়তানের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরিণতিস্বরূপ তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ধর্মগত মতভেদ বা দলাদলি আরম্ভ হয়েছিল যা তাঁর জন্য নিরাকৃত যন্ত্রণা এবং মর্মণীড়ার কারণ হয়েছিল। হ্যরত আদম (আঃ) এবং হাওয়া পরে বুবাতে পেরেছিলেন, শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে তাঁরা শোচনীয় ভুল করেছিলেন এবং নিজেদেরকে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় জড়িয়ে ফেলেছিলেন। এই আয়াতের অর্থ এটা নয়, তাদের দুর্বলতা লোকের নিকট প্রকাশিত হয়েছিল, বরং আদম (আঃ) এবং হাওয়া কেবল নিজেরাই এই বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন।

১৮৬১। ‘ওয়ারাক’ শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ের তরুণ বা কিশোরবৃন্দ (লেইন)। এই আয়াতের অস্তর্নির্দিত অর্থ এটাই মনে হয়, আদম (আঃ) এর গোত্রের লোকদের মধ্যে বিভেদ বা পার্থক্য সৃষ্টি করতে শয়তান কৃতকার্য হয়েছিল এবং কোন কোন দুর্বল চরিত্রের সদস্য আওতার বাইরে চলে গিয়েছিল এবং হ্যরত আদম (আঃ) তরুণদেরকে একত্র করেছিলেন এবং সম্প্রদায়ের সাধু ও সংলোকদের ঐক্যবদ্ধ সহায়তায় তাঁর গোত্রের লোকজনকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। বাইবেলের মতে হ্যরত আদম (আঃ) ডুমুর পাতা ব্যবহার করেছিলেন (আদি পুস্তক-৩৬-৭), কাশ্ফের ভাষায় যার অর্থ সংলোক এবং ধার্মিক তরুণ।

★[অধিকাংশ অনুবাদক আক্ষরিকভাবে বিষয়টি গ্রহণ করেছেন। অথবা এ আয়াতে যথেষ্ট প্রামাণিক তথ্য রয়েছে, যা এরপ আক্ষরিক প্রয়োগকে নাকচ করে দেয়। এ আয়াতে যে পাপের কথা বলা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে স্থলনের সাথে সম্পৃক্ত। এ আত্মিক স্থলনের ব্যাপারটি সম্পর্কে আয়াতের আত্মিক ‘সাওয়াতুহ্মা’ (দুর্বলতা) প্রকাশ পেয়ে গেল’ অংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা যদি দৈহিক নগ্নতা হতো তাহলে তাদের জন্য থেকে এ ঘটনার সময় পর্যন্ত কিভাবে তারা তাদের নগ্নতা সম্পর্কে অনবিহিত থাকতে পারতো?]

কাজেই এটা সুস্পষ্ট, এ আক্ষরিক অর্থ ভুলক্রমে কুরআনের প্রতি আরোপ করা হয়। ‘সাওয়া’ শব্দটি প্রাথমিকভাবে লজ্জাক্রম কাজ ও মন্দ প্রবণতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্থলনের সময় স্থলিত ব্যক্তি আতঙ্কিত হয়ে নিজের গোপন দুর্বলতা আবিষ্কার করে। এ দুর্বলতা মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক। এটা মন ও হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত। দেহে গাছের পাতা জড়িয়ে এটাতো ঢাকা যায় না। আদম ও হাওয়া যে ভুলই করে থাকুন না কেন তা ঢাকার অর্থ আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তাঁর আশ্রয় চাওয়া। অতএব ‘জান্নাত’ (বাগান) এর পাতার অর্থ রূপকভাবে বুবাতে হবে। এর অর্থ আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চাওয়া ও তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করা। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আদম ঠিক তা-ই করেছিলেন।

★চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ১৮৬২ ও ১৮৬৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ قَالَ يَا آدُمْ هَلْ
آذُلَكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخَلْدِ وَمُلِكٌ لَا يَبْلِغُ^{১৮}

فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَثَ لَهُمَا سَوْا تِمْمَةً
طِفْقَاهُ خِصْفِينَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
وَعَصَى آدُمْ رَبَّهُ فَغَوَى^{১৮}

شَمَّاجْتَبْسَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى^{১৮}

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِينًا بِغَصْكُمْ
لِيَعْفُ عَدُوُّكَ فَلَامَا يَأْتِيَنَّكُمْ قَرْنَيْ
هَدَىٰ مَفْمَنْ أَتَبَعَ هُدَائِي فَلَا يَضُلُّ وَ
لَا يَشْقَى^{১৮}

১২৫। আর ক্ষে-ই আমাকে স্বরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে নিশ্চয় তার জীবন হবে কষ্টদায়ক এবং কিয়ামত দিবসে আমরা তাকে অঙ্করপে উঠাবো^{১৮৬৪}।

১২৬। তখন সে বলবে, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে কেন অঙ্করপে উঠালে, অথচ আমি তো চক্ষুশ্বান ছিলাম?’

১২৭। তিনি বলবেন, ‘এভাবেই (হবে)। তোমার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ এসেছিল। কিন্তু তুমি তা অবজ্ঞা করেছিলে^{১৮৬৫}। সুতরাং আজ তোমাকে সেভাবেই অবজ্ঞা করা হবে’।

১২৮। আর যে-ই সীমালঙ্ঘন করে এবং তার প্রভু-প্রতিপালকের আয়াতসমূহে ঝুমান আনে না আমরা তাকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। আর পরকালের আযাব অবশ্যই আরো কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

১২৯। ^৭তাদের পূর্বে আমরা কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি যাদের বসতিতে তারা চলাফেরা করছে। অতএব এ (বিষয়টি) [১৩] কি তাদের জন্য হেদয়াতের কারণ হয়নি? নিশ্চয় এতে ১৬ বৃদ্ধিমান লোকদের জন্য নির্দর্শনাবলী রয়েছে।

★ ১৩০। আর ^৮তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যদি একটি ঘোষণা পূর্ব^{১৮৬৬} থেকে জারি না হয়ে থাকতো এবং এক মেয়াদ (পূর্ব থেকেই) নির্ধারিত না থাকতো তাহলে (তাদের ওপর আযাব) অবশ্যই স্থায়ী হয়ে যেত।

দেশ্মনঃক. ১৮১০২ খ. ১৭১১৮; ৩৬৩২ গ. ৮৩৬৯; ১০৪২০।

গেল। আর আল্লাহ দয়া ও ক্ষমার সাথে তাঁর তওবা গ্রহণ করলেন। [হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক মাওলানা শের আলী সাহেবের কুরআন করীমের ইংরেজী অনুবাদের পরিশিষ্টে প্রদত্ত ঢাকা দ্রষ্টব্য)]

১৮৬২। এই আয়াত প্রতিপন্থ করে, আদম (আঃ) কর্তৃক হৃকুম পালন না করাটা ছিল অনিচ্ছাকৃত এবং আকস্মিক, কারণ কোন ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতাপূর্ণ কর্ম আল্লাহ তাআলার বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত ও সম্মানিত মানুষের দ্বারা কখনো সম্পাদিত হতে পারে না।

১৮৬৩। ‘তোমরা উভয়’ শব্দের অর্থ দুটি দলকে বুবায়, অর্থাৎ হ্যরত আদম (আঃ) এর অনুসারীরা এবং শয়তানের অনুসারী লোকেরা। ‘কুমা’ (তোমরা- দুয়ের অধিক) এবং ‘জামিয়ান’ (তোমরা সকলে) এই শব্দদ্বয়ও প্রতিপন্থ করে, তফসীরাধীন আয়াত দুজন লোককে বুবায় না বরং লোকদের দু’ শ্রেণী বা দু’ দলকে বুবায়। ৭৪২৫ আয়াতটি স্পষ্ট করেছে, সেখানে ‘ইহবেতু’ (তোমরা উভয়ে বের হয়ে যাও) এর পরিবর্তে ‘ইহবেতু’ বহু বচন ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ ‘তোমরা সকলে বের হয়ে যাও’। খুব সম্ভব হ্যরত আদম (আঃ) তাঁর জন্মভূমি ইরাক থেকে প্রতিবেশী কোন দেশে হিজরত করেছিলেন। এই হিজরত সম্ভবত স্বল্পস্থায়ী ছিল এবং নাতিদীর্ঘকাল পরে তিনি মাত্তুমিতে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করে থাকবেন। ‘মাতাউন ইলা হীন’ (৭৪২৫), অর্থ-‘এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত জীবিকা নির্বাহের উপকরণ’ এই উক্তির মধ্যেই অস্থায়ী হিজরতের প্রতি ইংগিত রয়েছে।

১৮৬৪। যে ব্যক্তি ইহজীবনে আল্লাহকে বিস্মৃতির অতলে ছেড়ে দেয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহতকারী জীবনযাপন করতে থাকে এবং এইভাবে নিজেকে ঐশ্বী আলো থেকে বঞ্চিত রাখে সে ব্যক্তি পরকালের জীবনে অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। এটা এই কারণে হবে, তার ইহজীবনের আস্থা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যা পারলোকিক জীবনে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নততর আস্থার জন্য দেহের কাজ করবে, কারণ সে ইহজগতে পাপাচারীর জীবনযাপন করেছিল।

১৮৬৫ এবং ১৮৬৬ ঢাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْحًا وَنَخْشُرُهَا يَوْمَ الْقِيَمةِ
أَعْمَى^(১)

فَالَّذِي لَمْ يَحْسِنْ تَبَيْنَ آعْمَى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا^(২)

فَلَمْ كَذِلِكَ أَتَثْكَ أَيْثَنَا فَنَسِينَتْهَا
وَكَذِلِكَ الْيَوْمَ مَتَّسِى^(৩)

وَكَذِلِكَ تَجْزِيَنِي مَنْ أَشَرَّفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ
بِإِيمَانِ رَبِّهِ وَلَعْنَادُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَ
أَبْقَى^(৪)

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ يَنْ
الْقُرُونِ يَمْشُوتَ فِي مَسِكِنِهِمْ دَاهِنَ فِي
ذِلِّكَ لَا يَبْتَلِ لَاوِلِ التُّهْيِي^(৫)

وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِرَبِّاً
وَأَجَلٌ مُسَمٌ^(৬)

১৩১। সুতরাং তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধর। আর ক্ষৰ্য উঠার পূর্বে এবং তা ডুবার পূর্বে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসাসহ (তাঁর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। রাতের বিভিন্ন সময়ে ও দিনের সব অংশে^{১৮৬৭} (তাঁর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যাতে তুমি (তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে) সন্তুষ্ট হতে পার।

১৩২। আর পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দের যে (উপকরণ) আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দান করেছি এর প্রতি তুমি ক্ষেত্রে তাকাবে না^{১৮৬৮}। (কারণ) আমরা তা দিয়ে তাদের পরীক্ষা করি। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের রিয়্কই অতি উত্তম ও অধিক স্থায়ী।

১৩৩। আর ক্ষুমি তোমার পরিবারপরিজনকে নামাযের তাগিদ করতে থাক এবং তুমি নিজেও এতে প্রতিষ্ঠিত থাক। আমরা তো তোমার কাছে কোন রিয়্ক চাই না, (বরং) আমরাই তোমাকে রিয়্ক দান করে থাকি। আর তাকওয়ার পরিণামই উত্তম (হয়ে থাকে)।

★ ১৩৪। আর তারা বলে, ‘কেন সে তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কোন নির্দর্শন আনে না?’ তাদের কাছে কি সুস্পষ্ট নির্দর্শন আসেনি, যা পূর্ববর্তী ঐশ্বী পুস্তকসমূহে (বর্ণিত) রয়েছে?

১৩৫। আর আমরা যদি এ (রসূলের) পূর্বেই আয়ার দিয়ে তাদের ধৰ্ম করে দিতাম তাহলে নিশ্চয় তারা বলতো, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে কেন রসূল পাঠাওনি যাতে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার পূর্বেই তোমার নির্দর্শনাবলীর অনুসরণ করতাম?’

দেখুন ৪ ক. ১৭৪৭৯-৮০; ৩০৪৮১-১৯; ৫০৪৪০-৪১ খ. ১৫৪৮৯; ২৬৪২০৬-২০৮, ২৮৪৬১-৬২ গ. ১৯৪৫৬, ৩০৪৩৪।

১৮৬৫। কেন তাকে অঙ্করণে উথিত করা হলো, অথচ সে পূর্বজীবনে দৃষ্টি সম্পন্ন ছিল- অবিশ্বাসীর এই আপত্তির উত্তরে আল্লাহ বলবেন, পার্থিব জীবনে পাপের জীবনযাপন করার ফলে আধ্যাত্মিকভাবে সে অঙ্ক হয়ে গিয়েছিল এবং যেহেতু পরজীবনে অন্য একটি সুস্কৃতর আধ্যাত্মিক আঘাত দেহরূপে তার পার্থিব-আত্মা নির্ধারিত, সেহেতু সে পরকালে অঙ্করণে জন্মগ্রহণ করবে। এই আয়াতের মর্ম এইরূপও হতে পারে, অধীকারকারী হওয়ার কারণে অবিশ্বাসীর মধ্যে ঐশ্বী গুণাবলী বিকশিত হয় না এবং এই সবের সঙ্গে সে অপরিচিত থেকে যায়। সুতরাং কিয়ামত দিবসে যখন সেই সকল ঐশ্বী গুণ জাঁকজমক ও গৌরবের সঙ্গে প্রকাশিত হবে তখন সে অজ্ঞতাহেতু এই সকল মহিমা চিনতে পারবে না। এহেন অবস্থায় সে অন্তের মত দাঁড়িয়ে থাকবে।

১৮৬৬। এই প্রসঙ্গ ৭৪১৫৭ আয়াতে ‘আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে’ ঐশ্বী ঘোষণার প্রতি নির্দেশ করছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নির্ভুল এবং ক্রটিমুক্ত জ্ঞানবলে বিধান জারি করেছেন যে তাঁর অনুকম্পা বা ক্ষমাশীলতার গুণ তাঁর অন্যান্য সকল গুণকে অতিক্রম করে যেতে থাকবে।

১৮৬৭ ও ১৮৬৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قَاصِرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّخٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرْفَتِهَا جَوَّاً مِنْ أَنَّائِ الْيَلِ فَسِّيَّخَ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرَضِي^(১)

وَلَا تَمْدَنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّفَنَا بِهِ آزِوْاجًا مِنْهُمْ زَاهِرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنَفَتَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَآبَقُ^(২)

وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلْوةِ وَاضْطَبِرْ عَلَيْنَا مَلَأْ نَشْلُكَ رِزْقًا دَنَخْنُ تَرَزُّكَ دَوَاعِيَ قَبْتَهُ لِلتَّقْوَى^(৩)

وَقَاتُوا لَوْلَا يَأْتِيَنَا بِإِيمَانِهِمْ أَدَلَمْ تَأْتِيَهُمْ بَيْتَنَهُ مَا فِي الصُّحْفِ الْأَوْلَى^(৪)

وَلَوْا نَأَنَا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ كَقَاتُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَزْسَلَتِ الْيَنَاءَ رُسْنَاهُ فَنَتَّيَّعَ أَيْتَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزِلَّ وَتَخْرُجِ^(৫)

১৩৬। তুমি বল, ‘প্রত্যেকেই (তার নিজের পরিগামের জন্য) অপেক্ষমান রয়েছে। অতএব তোমরাও অপেক্ষা করতে থাক।
 [৭] এরপর অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে কারা সরল সুদৃঢ় ১৭ পথে রয়েছে এবং কারা হেদায়াত পেয়েছে।’

قُلْ كُلَّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ
 مَنْ أَضْحَبَ الصِّرَاطَ السَّوِيِّ وَ مَنْ
 هَنَدَى
 ۱۷

দেখুন :

১৮৬৭। আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহু তাআলার প্রশংসা কীর্তনের সময় দ্বারা দৈনিক পাঁচবার নামাযের সময়কে বুঝাতে পারে। ‘সূর্য উঠার পূর্বে’ শব্দগুলো ফজরের নামায বুঝায়। ‘তা ডুবার পূর্বে’ কথাটি অপরাহ্নের শেষাংশ অর্থাৎ আসর নামায বুঝায়। ‘রাতের বিভিন্ন সময়ে মাগরিব এবং এশার নামাযের প্রতি ইশারা এবং ‘দিনের সব অংশেই পবিত্রতা ঘোষণা কর’ শব্দসমূহ অপরাহ্ন অর্থাৎ দ্বিতীয় হিন্দুহরের পর যুহুর নামাযের সময় নির্দেশ করে।

১৮৬৮। সকল আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা যার পরিণতিতে যুদ্ধ এবং মানবিক দুর্দশা ও রক্তক্ষয় সংঘটিত হয়—সবই পার্থিব সম্পদের এই দৈহিক তোগ-বিলাসের জন্য উন্নত বাসনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলাফল। মুসলমানদেরকে অন্যের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত না করার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।